পবিত্রতার নাজাসাত

গণতন্ত্র ও ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিরোধ



Plato: Democracy Means Tyranny

"Democracy is precisely the constitution out of which tyranny comes; from extreme liberty, it seems, comes a slavery most complete and most cruel....When a democratic city gets worthless butlers presiding over its wine, and has drunk too deep of liberty's heady draught, then, I think, if the rulers are not very obliging and provide plenty of liberty, it calls them blackguards and oligarchs and chastises them...and any who obey the rulers they trample in the dust as willing slaves and not worth a jot." (Republic, Book VI, 560a-564b)

Table of Contents

পবিত্রতার নাজাসাত....1

ভূমিকা....4

১. তাত্ত্বিক স্পষ্টতা: গণতন্ত্রের দার্শনিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, এবং মেটাফিজিক্যাল ভিত্তিসমূহ বিশ্লেষণ ২. ব্যবহারিক সমালোচনা: নির্বাচনী পদ্ধতি, প্রতিনিধিত্ব, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গাণিতিক ও যুক্তিগত ত্রুটি ৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অন্যান্য বিকল্পের সাথে তুলনা ৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ অপাত্রে সমাধান....6

ফ্যাসিবাদ পরিচিতি....7

স্বৈরতন্ত্র শুধু ফ্যাসিবাদ না, এমনকি স্বৈরতন্ত্রও গণতন্ত্রের উপর চেপে বসতে পারে।....9

সর্বগ্রাসী শাসনঃ স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা....9

আজকাল কিছু সামাজিক সংগঠন থাকলেও নানা আইনি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তাদের কর্ম পরিসর সংকীর্ণ করে ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের মেশিন কেটে ফেলার তত্ত্বে মগজধোলাই করছে, মানে লিঙ্গ ভিত্তিক প্রাকৃতিক পরিচয়ও মানুষের থাকবে না। মানুষ হবে পরিচয়হীন। পরিচয়হীন মানুষ কোন পরিচয়ের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হবে? 12

so-called Anti-thesis 12

গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি ও প্রকৃত পরিণাম 13

১। নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা 14

সকল মানুষ সমান 14

নির্বোধের শাসন 16

এটা সুশীল সমাজও স্বীকার করে; একারনে জনতা কোন অঘটন ঘটালে 'মব মব' বলে চিতকার শুরু করে। জনতার পরোক্ষ শাসন 17

জনতার শাসনের ধোঁকা 19

দুর্নীতিবাজ নেতা যেন না আসে 20

দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব কেন আসে? 21

চাঁদাবাজি 22

আমলাতন্ত্রের যৌক্তিকতা 22

গানিতিক সমস্যা 22

কেনেথ অ্যারো 27

২। জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচনা 27

সার্বভৌম মালিকানার প্রমাণ কি? 28

রাষ্ট্রধর্ম 28

শিরক কিভাবে, মশাই? 30

মেটাফিজিক্স 31

২.৩ স্বাধীনতার বিপরীত প্রভাব: গণতন্ত্র স্বাধীনতা ধ্বংস করে 34

৪. অনটোলজি বনাম সাইকোলগিজম: দর্শনের গভীর স্তর 35
৫.১ রুসো এবং সাধারণ ইচ্ছা 36
৫.২ কার্ল শ্মিট এবং সিদ্ধান্ত 37
৫.৩ অ্যালাসডেয়ার ম্যাকইনটায়ার এবং নৈতিকতার পতন 37
৫.৪ এডমান্ড বার্ক এবং জৈব ঐতিহ্য 38
৫.৫ হেগেল এবং নৈতিক জীবন 39
৫.৬ লিও স্ট্রাউস এবং প্রাকৃতিক আইন 40
৬. নিয়েটশে এবং জনতার নৈতিকতা 40
৭. গণতন্ত্রের ভিতরে গোপন সংগ্রাম 41
৮. ধর্ম এবং সত্যের অভাব 41
১০.১ জন ডিউয়ি এবং শিক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্র 44
১০.২ ক্বওমি সনদ 44
১১. প্রযুক্তির আধিপত্য 45
১২. কার্ল জাস্পার্স এবং আধুনিকতার সংকট 46
১৩. বার্দিয়েভের মূল যুক্তি: গণতন্ত্র জনগণকে চেনে না 46
নিকোলাই বেরদেয়ায়েভ 48
উপসংহার 55

ভূমিকা

সবাই মনে করে, গণতন্ত্র হল ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র কার্যকর বিকল্প, যা জনগণকে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। অথচ গণতন্ত্র নিজেই একটি রাজনৈতিক ধর্ম (secular religion), যার মূলে রয়েছে অপ্রমাণিত পূর্বানুমান (unproven assumptions), দার্শনিক স্ববিরোধিতা (philosophical contradictions), এবং ব্যবহারিক ব্যর্থতার ধারাবাহিক ইতিহাস।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর, বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে ধর্মীয় রাজনৈতিক দল পর্যন্ত সকলেই গণতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের একমাত্র সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করছেন। সম্প্রতি জনসমক্ষে আলোচনায় কিছু ইসলামপন্থী দলের প্রতিনিধিগণ গণতন্ত্রকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই অবস্থান কিছু দিক থেকে সমস্যাজনক :

1. **ধর্মীয় বৈধতা (Religious Legitimacy):** ইসলামী দলগুলো গণতন্ত্রকে বৈধতা দিচ্ছে
2. **বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য (Intellectual Hegemony):** সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা গণতন্ত্রকে অপ্রশ্নবিদ্ধ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছেন
3. **বিকল্পহীনতার বর্ণনা (TINA - There Is No Alternative):** অন্য যেকোনো ব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্র বলে ট্যাগ দেওয়া হচ্ছে

বাংলাদেশে ভাইরাল ইসলামী বক্তাদের কেউই, অধমের জানা মতে, গণতন্ত্রকে হালাল বলে নি। সুতরাং শরীয়তে এই মতবাদের হুকুম নিয়ে কোন সন্দেহের সূত্রপাত হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো ব্যবহারিক কারণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশ নিচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না কোনটি ইসলামসম্মত।

বাংলাদেশে ইসলামপন্থী দলগুলোর গণতন্ত্র-সংক্রান্ত অবস্থান

ধারা	**প্রধান দল/সংগঠন**	**গণতন্ত্র সম্পর্কে অবস্থান**	**তাত্ত্বিক ভিত্তি**	**ব্যবহারিক কৌশল**	**সমস্যা**
সংস্কারপন্থী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য, PR system সমর্থন	শূরা ≈ গণতন্ত্র	নির্বাচনে অংশগ্রহণ	শূরা ও গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য উপেক্ষা
সতর্ক অংশগ্রহণকারী	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	আদর্শ নয়, কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় অংশগ্রহণ	Maslahah (জনকল্যাণ)	Limited engagement	মূলনীতিগত আপসের ঝুঁকি

		প্রয়োজন			
প্রত্যাখ্যানকারী	হিজবুত তাহরীর, কিছু সালাফী গ্রুপ	গণতন্ত্র সম্পূর্ণ হারাম, খিলাফতই একমাত্র সমাধান	আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বনাম জনগণের সার্বভৌমত্ব	রাজনৈতিক বয়কট	ব্যবহারিক পথ অস্পষ্ট, জনবিচ্ছিন্নতা

Table 1: **পশ্চিমে গণতন্ত্রের উপর আস্থা**

সূচক	**১৯৯০-এর দশক**	**২০২০-এর দশক**	**পরিবর্তন**
পশ্চিমা দেশে গণতন্ত্রে আস্থা	৭৫%	৪৮%	-২৭%
তরুণদের মধ্যে "গণতন্ত্র অপরিহার্য" ধারণা (USA)	৭২%	৩০%	-৪২%
Authoritarian-leaning leaders **নির্বাচিত**	ব্যতিক্রম	সাধারণ	↑↑↑

যেখানে আজকাল খোদ পশ্চিমারা গণতন্ত্রে আস্থা হারাচ্ছে। সেখানে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যেভাবে স্বৈরতন্ত্রের একমাত্র বিকল্প হিসেবে গণতন্ত্রকে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, পূত-পবিত্র তত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপন করছে, অদূর ভবিষ্যতে জনমত গণতন্ত্র-ত্যাগকে ইরতিদাদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

রচনার উদ্দেশ্য

১. তাত্ত্বিক স্পষ্টতা: গণতন্ত্রের দার্শনিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, এবং মেটাফিজিক্যাল ভিত্তিসমূহ বিশ্লেষণ
২. ব্যবহারিক সমালোচনা: নির্বাচনী পদ্ধতি, প্রতিনিধিত্ব, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গাণিতিক ও যুক্তিগত ত্রুটি
৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অন্যান্য বিকল্পের

সাথে তুলনা
৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ

অপাত্রে সমাধান

শুরুতেই সমসাময়িক জরুরি প্রশ্নে আগে মনোযোগ দেয়া যাক। গণতন্ত্র কি ফ্যাসিবাদ বিরোধী?

ফ্যাসিবাদ পরিচিতি

প্রশ্নের উত্তর একটু জটিল। আপনি যদি ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা খুজেন, তাহলে কোথাও মতাদর্শগত সংজ্ঞা পাবেন না; যা পাবেন তা হল, ফ্যাসিবাদীদের কর্ম।

দার্শনিক rob reimen বলেন,
The phenomenon of fascism is not based on an ideology, because there is no ideology...Fascism is a form of a secular religion.
কাজ দ্বারা কোন মতাদর্শের সংজ্ঞা দেয়া যায় না; বিশ্বাস দ্বারা দেয়া যায়।কর্মের ভিত্তিতে মতাদর্শিক গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিগতভাবে সমস্যাজনক, কারণ এটি সংজ্ঞাগত স্পষ্টতার অভাব সৃষ্টি করে। এমনকি মুনাফিকদেরও একটা আদর্শ থাকে, সেটা হল, সামনে ইসলামের মুখোশ পরে কুফরী আক্বীদা রাখা।

অস্ত্র
তবে এতে রাজনৈতিক সুবিধা আছে, যাকে তাকে ফ্যাসিবাদী ট্যাগ লাগানো যায়। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Louie Dean Valencia-García বলেন,

if there were a formula of some sort – it would be racism, anti-intellectualism, anti-liberalism ... it's xenophobia, it's ethnocentrism, it's nationalism, it's queer-phobia, misogyny, it's ableism
মানে, বামপন্থীদের বিপরীতে কিছু বললে বা করলে সেটাই ফ্যাসিবাদ । আমেরিকায় তাই শব্দটি খুব জনপ্রিয়, যেভাবে বাংলাদেশে রাজাকার, মৌলবাদী বা জঙ্গি শব্দটি জাতে ওঠার মাধ্যম।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক লেবেলিং

লেবেল	**ব্যবহারকারী**	**Target**	**উদ্দেশ্য**	**উদাহরণ**
"রাজাকার"	আওয়ামী লীগ/বামপন্থী	জামায়াত, BNP, ধর্মপ্রাণ মুসলিম	Delegitimize করা	২০১৩ শাহবাগ, যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল
"মৌলবাদী"	সেকুলার	কোন ইসলামপন্থী	ভয় তৈরি	মিডিয়ায় stereotype
"জঙ্গি"	সরকার	বিরোধী ইসলামপন্থী	নিপীড়ন justify	Crossfire-এ হত্যা
"ফ্যাসিস্ট"	BNP/বামপন্থী	আওয়ামী লীগ (২০১৩-২৪)	Resistance justify	২০২৪ আন্দোলন
"স্বাধীনতা বিরোধী"	আওয়ামী লীগ	যেকোনো সমালোচক	দেশপ্রেম প্রশ্নবিদ্ধ	সরকারি rhetoric

---

অনাক্রম্যতা

আপনি যদি কোন এআই-কে জিজ্ঞাসা করেন, দেখবেন ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে বর্ণিত সকল বৈশিষ্ট্য গণতন্ত্রের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব।

ওয়েইমার প্রজাতন্ত্র (1919-1933) ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে উদার এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান। নারীদের ভোটাধিকার, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি উপস্থিত ছিল। অথচ এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই (৪৪৪-৯৪ ভোটে) হিটলারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। **১৯৩৩** সালের নির্বাচনে Nazi Party আইনসঙ্গতভাবে ৪৩.৯% ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফরাসি ঔপন্যাসিক আলবার্ট-কামুস এর একটি উপন্যাস আছে, Le peste বা প্লেগ । এই উপন্যাসের একটি শিক্ষা হচ্ছে এই যে, ফ্যাসিবাদ হল প্রত্যেক গণতন্ত্রের অন্ধকার দিক।

Thomas Mann বলেছেন,
Fascism can infect the whole democratic system, which then will collapse."

কারণ গণতন্ত্রে এমন কোন যাদুকরী মেকানিজম নেই যা ফ্যাসিবাদ দমন করতে পারে। আর থাকার কথাও না, কারণ ফ্যাসিবাদ কোন আদর্শের দ্বারা সংজ্ঞায়িত না।

স্বৈরতন্ত্র

শুধু ফ্যাসিবাদ না, এমনকি স্বৈরতন্ত্রও গণতন্ত্রের উপর চেপে বসতে পারে।

Conceived as the foundation of liberty, modern democracy paves the way for tyranny. Born for the purpose of standing as a bulwark against Power, it ends by providing Power with the finest soil it has ever had in which to spread itself over the social field."

- Bertrand de Jouvenel, On Power

তাই একই চিত্র বাংলাদেশেও দেখা যায়।

সর্বগ্রাসী শাসনঃ স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা

অনেকে মনে করে, গণতন্ত্র হল একনায়কতন্ত্র বা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের পথে বাধা। এটাও ভুল ধারণা। প্রত্যেক গণতন্ত্র সর্বগ্রাসী হতে পারে। যেমনঃ শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিল। এটা শুধু শাসকের তাক্বওয়া-র উপর নির্ভরশীল। সে চাইলে যেকোন ষড়যন্ত্র করতে পারে বা বিরত থাকতে পারে।

After having...taken each individual one by one into its powerful hands, and having molded him as it pleases, the sovereign power extends its arms over the entire society; it covers the surface of society with a network of small, complicated, minute, and uniform rules, which the most original minds and the most vigorous souls cannot break through to go beyond the crowd; it does not break wills, but it softens them, bends them and directs them; it rarely forces action, but it constantly opposes your acting...it hinders, it represses, it enervates, it extinguishes, it stupifies, and finally it reduces each nation to being nothing more

than a flock of timid and industrious animals, of which the government is the shepherd.”
Alexis de Toqueville, Democracy in America
"প্রত্যেক ব্যক্তিকে শক্তিশালী হাতের মধ্যে বন্দি করে—ইচ্ছামত ছাচে বানিয়ে নেয়ার পর—সার্বভৌম ক্ষমতা পুরো সমাজে তার শাখা বিস্তার করে; এটি সমাজের পৃষ্ঠকে ছোট, জটিল, সূক্ষ্ম ও সমরূপ নিয়মের একটি জালে ঢেকে দেয়, যার মধ্য দিয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মন ও সবচেয়ে উদ্যমী আত্মারাও ভিড়কে ঠেলে এগোতে পারে না; এটি ইচ্ছাশক্তিকে ভাঙে না, বরং তাকে কোমল-দুর্বল করে দেয়, বাঁকিয়ে পথভ্রষ্ট করে দেয় ও ভুল পথে পরিচালিত করে; সার্বভৌম শক্তি খুব বেশি জোর করে কাজ করায় না, বরং ক্রমাগত তোমার কর্মে বাধা দেয়; তা ধ্বংস করে না, বরং জন্মকে লাঘব করে; তা নির্যাতন করে না, তবে বাধা দেয়, প্রতিহত করে, দুর্বল করে, নিভিয়ে দেয়, অবশ করে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিটি জাতিকে এমন এক চঞ্চল ও পরিশ্রমী পশুর দলের স্তরে নামিয়ে আনে, যার তত্ত্বাবধানে থাকে সরকার নামের রাখাল।" - এলেক্সিস টকভিল

অবক্ষয়

আল্লাহ বলেন, ‘..তারা (মানুষ হয়েও) পশুর মতো, বরং পশুর চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট’ (সুরা আরাফ: ১৭৯) কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ এসব আল্লাহ দ্রোহী নেতাদের দাসত্ব করে।

A man is none the less a slave because he is allowed to choose a new master once in a term of years.” - Lysander Spooner, The Constitution of No Authority
মানুষ দাসের চেয়ে অধম, কারণ সে কয়েক বছর পরপর নতুন প্রভু পায়।
- লিস্যান্ডার স্পুনার
আল্লাহ বলেন, হে মানব সমাজ! ভিন্ন ভিন্ন ও একাধিক উপাস্য স্বীকার করা ভাল? না, একজন প্রকৃত শক্তিমান মা’বুদই ভাল?...অথচ হুকুম দেওয়া ও আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নাই । তিনি আদেশ করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো দাসত্ব করিও না। এটিই সত্য দ্বীন, কিন্তু অনেকেই তাহা জানে না”।

It is not the extermination of individuals that is ultimately desired by totalitarian rulers... What is desired is the extermination of those social relationships

which, by their autonomous existence, must always constitute a barrier to the achievement of the absolute political community. The prime object of totalitarian government thus becomes the incessant destruction of all evidence of spontaneous, autonomous association...To destroy or diminish the reality of the smaller areas of society, to abolish or restrict the range of cultural alternatives offered to individuals.. . is to destroy in time the roots of the will to resist despotism in its large forms."

- Robert Nisbet, The Quest for Community

"ব্যক্তির বিলোপ সাধন সর্বগ্রাসী, স্বৈরাচারী শাসকের অভিপ্রায় নয়, তাদের চাওয়া হল সেই সামাজিক সম্পর্কগুলোর বিনাশ—যেগুলো স্বতন্ত্রভাবে থাকলে তা সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য থাকে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বায়ত্তশাসিত সংঘবদ্ধতার সমস্ত প্রমাণ ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করা; সমাজের ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলোর বাস্তবতা নষ্ট বা ক্ষীণ করে দেয়া, ব্যক্তি-জীবনে অর্থনৈতিক উদ্যোগ, ধর্ম ও আত্মীয়তার দ্বারা প্রদত্ত সাংস্কৃতিক বিকল্পগুলোর পরিসর সংকীর্ণ করে ফেলা... সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ রূপের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইচ্ছার শিকড়কে ধ্বংস করে ফেলা।" - রবার্ট নিসবেট

In democracy there is no guarantee that the will of the people will be directed to the good, that the will of the people will want freedom, and will not want to destroy every liberty without remnant.

– Nikolai Berdyaev

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রায়শই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নারী অধিকার আন্দোলনকে সমর্থন করে। গণতান্ত্রিক সমাজেই বৃদ্ধাশ্রম বাড়ে, ছাত্র গিয়ে শিক্ষককে চড় মারে; প্রকৌশলীর মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু কোন কমিউনিটি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, দল তার সমবেদনায় এগিয়ে আসে না, কারণ তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক সম্পর্ক অস্তিত্বহীন হয়ে যায়; আলেমদের দাড়ি ধরে থাপড়ানো হয়, কেউ কিছু মনে করে না, কারণ আলেমদের সাথে সাধারণ মানুষের কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। অথচ ইসলামি সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মীয়তা , পরিবার সর্বাগ্রে থাকে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দুর্বলীকরণের নজির:	**সামাজিক সংগঠন নিয়ন্ত্রণের নজির:**
• মসজিদ কমিটিতে সরকারি	• ছাত্র সংগঠন: ছাত্রলীগের একচেটিয়া আধিপত্য

হস্তক্ষেপ • মাদ্রাসা শিক্ষায় সেকুলার পাঠ্যক্রম চাপিয়ে দেওয়া • ওয়াজ মাহফিলে বিধি-নিষেধ আরোপ	• শ্রমিক সংগঠন: সরকার-সমর্থিত ইউনিয়নের বাইরে কোন শ্রমিক সংগঠন নেই

আজকাল কিছু সামাজিক সংগঠন থাকলেও নানা আইনি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তাদের কর্ম পরিসর সংকীর্ণ করে ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের মেশিন কেটে ফেলার তত্ত্বে মগজধোলাই করছে, মানে লিঙ্গ ভিত্তিক প্রাকৃতিক পরিচয়ও মানুষের থাকবে না। মানুষ হবে পরিচয়হীন। পরিচয়হীন মানুষ কোন পরিচয়ের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হবে?

so-called Anti-thesis

গণতন্ত্র আম জনতার কাছে চটকদার। কারণ তারা মনে করে যে, রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র হল লোভী ও স্বার্থপর রাষ্ট্রব্যবস্থা। গণতন্ত্রে যেহেতু সবার অংশগ্রহণ থাকে, সেহেতু এখানে মানবিক দুর্বলতার স্থান নেই। এটা একটা ভুল ধারণা । ইতিহাস থেকে গণতন্ত্রের পক্ষে এমন প্রমাণ খুজে বের করা যাবে না।

It is in vain to Say that Democracy is... less proud, less selfish, less ambitious or less avaricious than Aristocracy or Monarchy. It is not true in Fact and no where appears in history. Those Passions are the same in all Men under all forms of Simple Government, and when unchecked, produce the same Effects of Fraud Violence and Cruelty."

- Letter from John Adams to John Taylor, December 1814

গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি ও প্রকৃত পরিণাম

প্রতিশ্রুতি	তাত্ত্বিক যুক্তি	বাস্তব পরিণাম	বিস্তারিত
জনগণের শাসন	সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস জনগণ	অভিজাত শ্রেণীর শাসন (Elite rule)	C. Wright Mills, The Power Elite (1956)
সংখ্যাগরিষ্ঠের রক্ষা	সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রাধান্য	সংখ্যালঘুর নিপীড়ন	Tocqueville, "Tyranny of the Majority"
স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধ	ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ	সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের উত্থান	Hayek, Road to Serfdom (1944)
স্বাধীনতার নিশ্চয়তা	ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত	সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি	Foucault, Discipline and Punish
শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর	নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন	নির্বাচনী সহিংসতা, কারচুপি	Bangladesh 2014, 2018
দুর্নীতি হ্রাস	জবাবদিহিতা বৃদ্ধি	Institutional corruption	Transparency International data
মেধাভিত্তিক নেতৃত্ব	যোগ্যতমের উত্থান	Demagogues-এর শাসন	Hans-Hermann Hoppe analysis

এখন চিন্তার বিষয় হল, গণতন্ত্রের মহা ঋষি ও মনীষীদের বিরুদ্ধে মূলধারার আলেমদের অবস্থানের কারণ কি? বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাদের বিরোধিতার কিছু কারণ জানা যায় যেগুলোকে ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়

১। নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা

সকল মানুষ সমান

গণতন্ত্রে একজন রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে অশিক্ষিত ব্যক্তির ভোট আর একজন বিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেমের ভোটের voting power সমান। উভয়ের ব্যালটের মূল্য ১টি ব্যালট। অর্থাৎ, আইজ্যাক আসিমভের ভাষায়,

"my ignorance is just as good as your knowledge."
- "A CULT OF IGNORANCE"
Democracy is two wolves and a lamb voting on what they are going to have for lunch," - Benjamin Franklin

আসলেও সমান?

যদিও পুজিবাদী সমাজে টাকাই voting power, তর্কের খাতিরে আমরা স্বাভাবিক ও হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থা কল্পনা করে নিচ্ছি।
প্রথমত, নির্বাচনের ধারণা এই normative principle এর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সকল মানুষ সমান। আমাদের আলেম সমাজ সকল মানুষের moral worth বা spiritual equality স্বীকার করে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবাইকে সমান মনে করে না। বাস্তবেও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সকল মানুষ সমান নয়। কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ মেধাবী, কেউ বোকা, কেউ শক্তিশালী, কেউ রোগা। সুতরাং নির্বাচনের ধারণা-ই একটি মিথ্যা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সাংঘর্ষিক পূর্বানুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানবিক বৈশিষ্ট্য	বাস্তবতা	গণতন্ত্রের অনুমান	দ্বন্দ্ব
বুদ্ধিমত্তা	IQ 70-130+ (পরিবর্তনশীল)	সকলের রাজনৈতিক জ্ঞান সমান	✗
শিক্ষা	নিরক্ষর থেকে PhD	সবাই রাষ্ট্রনীতি বোঝে	✗
অভিজ্ঞতা	১৮ বছর থেকে ৮০+	বয়স অপ্রাসঙ্গিক	✗
নৈতিকতা	সৎ থেকে অপরাধী	সবাই সৎ	✗

বিমূর্ত সংখ্যা বনাম মানব সত্ত্বা

দ্বিতীয়ত, সব মানুষ যদি সমান-ই হয়ে থাকে, তাহলে অধিকাংশের মত কেন সংখ্যালঘুদের মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে? একাকী একজন মাত্র ব্যক্তির ভোট কেন সংখ্যার কারণে পরিত্যাক্ত হবে?

Five men are in a room. Because three men take one view and two another, have the three men any moral right to enforce their view on the other two men? What magical power comes over the three men that because they are one more in number than the two men, therefore they suddenly become possessors of the minds and bodies of these others? As long as they were two to two, so long we supposed each man remained master of his own mind and body; but from the moment that another man, acting Heaven only knows from what motives, has joined himself to one party or the other, that party has become straightaway possessed of the souls and bodies of the other party. Was there ever such a degrading and indefensible superstition?" Auberon Herbert, The Right and Wrong of Compulsion by the State

একটি ঘরে পাঁচজন লোক আছে। তিনজন এক দৃষ্টিভঙ্গির আর দুইজন অন্যরকম, তাহলে কি ওই তিনজনের কোনো নৈতিক অধিকার আছে বাকিদের উপর তাদের মত জোর করে আরোপিত করার? কী জাদুকরী শক্তি ওই তিনজনের ওপর কাজ করে যে, তিনজন হওয়ায় তারা হঠাৎ করে বাকি দুজনের মন আর শরীরের উপর আধিপত্য পেয়ে গেল? যতদিন তারা দুই জন বনাম দুই জন ছিল ততদিন আমরা ধরেছিলাম প্রত্যেকে নিজের মন ও শরীরের মালিক; কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে একজন—আল্লাহ-ই জানেন কী উদ্দেশ্যে—যেকোন এক পক্ষের সঙ্গে যোগ দিল, সেই পক্ষ তৎক্ষণাৎ অন্য পক্ষের আত্মা ও শরীর দখলে নিয়ে ফেলল। এমন অবমাননাকর এবং অযোগ্য কুসংস্কার কি কখনও ছিল? - অবেরন হার্বার্ট

নির্বোধের শাসন

নির্বাচন পদ্ধতির ফলে অনেক অযৌক্তিক দাবি নিয়ে ভোট জোয়ার সৃষ্টি করা যায়। প্লেটোর রিপাবলিক থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। একজন মিষ্টি বিক্রেতা ও একজন ডাক্তার নির্বাচনে দাড়ালে মিষ্টি বিক্রেতা দাবি করবে যে, এই ডাক্তার তোমাদের মিষ্টি খেতে দেয় না, তিতা ওষুধ দেয়, মাঝেমাঝে দেহে কাটা ছেড়া করে, অনেক মানুষকে মেরেও ফেলে। এই অভিযোগের জবাবে ডাক্তার কি বলবে? সে ওষুধের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা বর্ণনা শুরু করলে কি জনগণ বুঝবে কেন প্যারাসিটামল তেতো হলেও ভাল? সাধারণ জনগণ কাকে ভোট দেবে?
উত্তর: মিষ্টি বিক্রেতাকে, কারণ:

1. জনগণ তাৎক্ষণিক সুখ চায়
2. জটিল ব্যাখ্যা বোঝে না/বুঝতে চায় না
3. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সর্বদা আকর্ষণীয়

প্লেটো এই একটি উদাহরণ দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, গণতন্ত্র হল বিজ্ঞান বিদ্বেষী কুসংস্কার । বাংলাদেশেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের মন ভোলানোর নজির আছে-

---

২০০৮ নির্বাচন:	২০২৪ বাস্তবতা:
• আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি: "দিনবদলের সনদ" (Vision 2021) ○ প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ ○ দারিদ্র্য ২৫% থেকে ১৫%-এ ○ মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ • অন্যদিকে বিএনপির প্রতিশ্রুতি বাস্তবসম্মত ও কম উচ্চাভিলাষী ছিল **ফলাফল:** আওয়ামী লীগ ২৩০/৩০০ আসন (landslide)	• প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন: আংশিক • স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল • "সুমিষ্ট প্রতিশ্রুতি" জনগণের ক্ষতির কারণ হল

কোন কোন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র, যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো বলবে, Vox populi, vox deorum, জনগণের কণ্ঠস্বর-ই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর । যা আরও একটি পূর্বানুমান। অথচ আল্লাহর কালাম হল কুরআন মাজীদ। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন যে, অধিকাংশের মত গ্রহণ করলে তারা আপনাকে গোমরাহ করে ফেলবে। ইয়র্কের কবি এলকুইন বলেছিলেন,

the riotousness of the crowd is always very close to madness. জনগণের ন্যায়পরায়ণতা উন্মত্ততার নিকটবর্তী ।

এটা সুশীল সমাজও স্বীকার করে; একারনে জনতা কোন অঘটন ঘটালে 'মব মব' বলে চিতকার শুরু করে।

জনতার পরোক্ষ শাসন

এতক্ষণ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। অনেকে এই সমস্যা এড়াতে পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রস্তাব করতে পারেন।

এর তাত্ত্বিক দাবি হল-

জনগণ → নির্বাচিত প্রতিনিধি → আইন/নীতি → জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়ন

সমস্যা হল, অসংখ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির মধ্যে হাত বদল হয়। Robert Michels (1911) তার Political Parties বইয়ে প্রমাণ করেন:

"Who says organization, says oligarchy."

- **সমস্যা**: যেকোনো সংগঠন, এমনকি গণতান্ত্রিক দল, অবশ্যম্ভাবীভাবে অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়
- **কারণ**: যেকোন জটিল সংগঠন পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজন
- **ফলাফল**: পার্টির নেতৃত্ব সাধারণ সদস্যদের থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

বাংলাদেশের উদাহরণ:

আওয়ামী লীগ:

- **১৯৪৯:** গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ
- **১৯৭৫-১৯৮১:** বঙ্গবন্ধু পরিবারকেন্দ্রিক
- **১৯৮১-২০২৪:** শেখ হাসিনার একক নেতৃত্ব

বিএনপি:

- **১৯৭৮:** জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করে
- **১৯৮১-বর্তমান:** জিয়া পরিবারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ
- **দলীয় কাঠামো:** পরিবার > ব্যবসায়ী গোষ্ঠী > সাধারণ কর্মী

আবার এই দলগুলো বিভিন্ন আসনে তাদের পছন্দকৃত প্রার্থীকে মনোনীত করে। এসব প্রার্থীরা প্রাথমিকভাবে জনগণের পছন্দকৃত না, দলের পছন্দকৃত। সে জনপ্রিয় একারনে দল তাকে মনোনীত করে নি; একারণে মনোনীত করেছে যে, সে যেভাবেই হোক বড় রাজনৈতিক দলে যুক্ত হয়ে সভাপতির মনোরঞ্জন করেছে। নির্বাচনের আগে আসন বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের টাকা খাওয়ানোর ব্যাপারটি অনেকের অজানা।

জনগণ → দলীয় মনোনয়ন বোর্ড → মনোনীত প্রার্থী → নির্বাচন → সংসদ সদস্য ↑ (আসল ক্ষমতা এখানে)

দলীয় মনোনয়নের বাস্তবতা

মানদণ্ড	**তাত্ত্বিক দাবি**	**প্রকৃত বাস্তবতা**	**প্রমাণ**
যোগ্যতা	দলের প্রতি আনুগত্য, জনপ্রিয়তা	টাকা + নেতার সাথে সম্পর্ক	মনোনয়ন বাণিজ্য: ৫০ লক্ষ - ২ কোটি

জবাবদিহিতা	জনগণের কাছে	দলীয় সভাপতির কাছে	Whip ভঙ্গ = বহিষ্কার
স্বাধীনতা	সংসদে স্বাধীন মত	দলীয় নির্দেশ অনুসরণ	কতবার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হয়?
পরবর্তী নির্বাচন	জনগণের রায়	দলীয় মনোনয়নের উপর নির্ভর	অনেক জনপ্রিয় MP মনোনয়ন পান না

মোট কথা, এখানে জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়ন হয় না; রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নে জনগণের কোন ক্ষমতা থাকে না।

It is not ‘the will of the people’, but the will of politicians – prompted by groups of professional lobbyists, interest groups and activists – that reigns in a democracy.”
- Frank Karsten and Karel Beckman, Beyond Democracy

আবার ছোট দেশগুলোতে একাধিক রাজনৈতিক দল মিলে জোট গঠন করে, এতে করে আর জনগণের অভিপ্রায়ের প্রকৃত বাস্তবতা পাওয়া যায় না।

জনতার শাসনের ধোঁকা

মনে করুন, নির্বাচনে ৩ জন প্রার্থী দাড়িয়েছেন। তাদের মধ্যে ক ৩০%, খ ৩০% এবং গ ৪০% ভোট পেল। মানে গ বিজয়ী হল। একটু ভেবে দেখুন তো, এর মানে কি এই নয় যে, ৬০% মানুষ যাকে অপছন্দ করে সে ক্ষমতায় গেল? এটা কি জনতার শাসনের নমুনা?

কোন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীকে দল থেকে মনোনয়ন না দিয়ে অন্য কাউকে দিলেও আবার একজন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীই ফেরত আসে যে কিনা অন্য কোন interest group বা সুবিধালোভী গোষ্ঠীর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে

হুইপ ব্যবস্থা (Party Whip System)

বাংলাদেশ সংবিধান, ৭০ অনুচ্ছেদ: "কোন ব্যক্তি যদি... তার দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন বা ভোটদানে বিরত থাকেন...তাহলে তিনি সংসদে তাঁহার আসন হারাইবেন।"

ফলাফল:

পরিস্থিতি	**MP-র ভূমিকা**	**নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা**	**দ্বন্দ্ব**	**সমাধান যেভাবে হয়**
সরকার অন্যায় আইন প্রস্তাব করে	দলীয় লাইনে ভোট	বিরোধিতা চায়	আছে	দলকে মানতে হবে
নির্বাচনী এলাকার স্বার্থ বনাম জাতীয় নীতি	দলের সিদ্ধান্ত	স্থানীয় স্বার্থ	আছে	দলকে মানতে হবে
সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত	নীরব থাকা	প্রতিবাদ চায়	আছে	দলকে মানতে হবে

তাহলে MP জনগণের প্রতিনিধি, নাকি দলীয় সভাপতির সেবক?
স্পষ্টতঃ সভাপতির সেবক।

প্রমাণ:

- ২০০৯-২০২৪: ১৫ বছরে কতবার আওয়ামী লীগ MP সরকারি বিলের বিরোধিতা করেছে?

০ বার

- সকল বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস (উপস্থিত ২৯০/৩০০)

দুর্নীতিবাজ নেতা যেন না আসে

ইসলামী দলের নেতাদেরকেও তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে যে, তারা এই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এমন বিশ্বাস রাখে না, তারা শুধু সেকুলারদের কিছুটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

"The leaders are lizards. The people hate the lizards and the lizards rule the people...if they didn't vote for a lizard, the wrong lizard might get in."
- —DOUGLAS ADAMS, SO LONG, AND THANKS FOR ALL THE FISH

দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব কেন আসে?

ডগলাস এডামস গিরগিটি বলে অভিহিত করে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। নেতৃত্বের লোভে যদি কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা আদৌ আক্রান্ত থেকে থাকে, তাহলে সেটা গণতন্ত্র। ক্ষমতালোভী, নার্সিসিস্ট, সোসিওপ্যাথ লোকগুলো ক্ষমতায় আসে। পোকা যেমন আলোর দিকে ধাবিত হয়, এই লোকগুলো তেমনি প্রার্থীত্ব পেতে মরিয়া হয়ে থাকে।

All governments suffer a recurring problem: Power attracts pathological personalities. It is not that power corrupts but that it is magnetic to the corruptible."
- Frank Herbert, Chapterhouse: Dune
"সমস্ত সরকার ব্যবস্থায় একটি সমস্যা পুনরাবৃত্তি করে: ক্ষমতা কিছু প্যাথোলজিকাল চরিত্রকে আকর্ষণ করে। এমন নয় যে ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত বানায় বরং ক্ষমতা দুর্নীতিবাজদের জন্য চৌম্বকীয় প্রকৃতির।"

". . . the selection of state rulers by means of popular elections makes it essentially impossible for harmless or decent persons to ever rise to the top. Presidents and prime ministers come into their position not owing to their status as natural aristocrats, as feudal kings once did...but as a result of their capacity as morally uninhibited demagogues. Hence, democracy virtually assures that only dangerous men will rise to the top of state government."
- Hans Hermann Hoppe, From Aristocracy to Monarchy to Democracy

"নির্বাচনের জনপ্রিয় পদ্ধতি, নিরীহ বা ভদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠা বা ভোটে জেতা অসম্ভব করে তোলে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীরা ক্ষমতায় আসেন সামন্ত রাজাদের মত প্রাকৃতিকভাবে অভিজাত হওয়ার কারনে নয়,...বরং নৈতিকভাবে অদম্য বক্তা হবার কারণে. অতএব, গণতন্ত্র কার্যত নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র বিপজ্জনক ব্যক্তিরা রাজ্য সরকারের শীর্ষে উঠতে পারবে।"

নেতা selection process

পর্যায়	সৎ ব্যক্তি	দুর্নীতিবাজ	কারণ
দলে যোগদান	নীতিগত কারণে	ক্ষমতার লোভে	সৎরা প্রায়ই রাজনীতি এড়ায়
দলীয় পদ	মেধা + সততা	টাকা + তোষামোদি	সৎরা "দল করতে জানে না"
মনোনয়ন	জনপ্রিয়তা	টাকা (৫০ লাখ-২ কোটি)	সৎদের টাকা নেই
নির্বাচনী প্রচারণা	সীমিত বাজেট	অসীম বাজেট (কালো টাকা)	ভোট কেনা
জয়লাভ	কঠিন	সহজ	অর্থবল + পেশীশক্তি

চাঁদাবাজি

তাছাড়া যেকোন রাজনৈতিক দলের ফিক্সড কস্ট থাকেঃ পার্টি অফিসের রুম ভাড়া, নাস্তার বিল, বিদ্যুৎ – পানির বিল, ফুল টাইম কর্মীদের বেতন ইত্যাদি; যা চাঁদাবাজি করে পুষিয়ে নেয়া হয়। দেশে রাজনৈতিক দল যত বেশি, চাঁদাবাজি তত বেশি।

আমলাতন্ত্রের যৌক্তিকতা

পাশাপাশি এসব কথিত প্রার্থীদের কেউ নির্বাচিত হলেও কোন পরিবর্তন আসে না। কারণ রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত সব কাজ আমলাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, যারা কিনা নির্বাচিত না। এটাই iron law of oligarchy. তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দক্ষ full time operator প্রয়োজন, wannabe রাজনীতিবিদ উপকারী নয়।

গানিতিক সমস্যা

গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝিঃ

- ভোটাররা প্রার্থীর তালিকা থেকে একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করেন।
- সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থী জয়ী হন, এমনকি যদিও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অর্থাৎ ৫০%-এর বেশি ভোট) নাও পান।

- কোনো রান-অফ বা দ্বিতীয় দফার ভোট হয় না; এক দফাতেই বিজয়ী নির্ধারিত হয়।

উদাহরণ: যদি পাঁচজন প্রার্থী থাকে এবং একজন ৩৫% ভোট পান, আর অন্যরা যথাক্রমে ৩০%, ২০%, ১০% এবং ৫% ভোট পান, তবে ৩৫% পাওয়া প্রার্থীই জয়ী হবেন—যদিও ৬৫% ভোটার তাকে পছন্দ করে না।

এর ত্রুটিসমূহ-

ক) সংখ্যালঘু শাসন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনের অভাব

- **সমস্যা**: এর ফলে প্রায়ই এমন প্রার্থী জয়ী হন যার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নেই। বিরোধীদের ভোট একাধিক প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে মাত্র ২০-৩০% ভোট পেয়েও একজন প্রার্থী জিতে যেতে পারেন।
- **পরিণতি**: সরকার বা প্রতিনিধিরা অধিকাংশ ভোটারের প্রকৃত পছন্দের প্রতিফলন ঘটাতে পারে না, যা এমন সব নীতির দিকে দেশকে পরিচালিত করে যা ব্যাপক জনসমর্থন পায় না। ফলে দেশব্যাপী অসন্তোষ দানা বাধে, বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত হয়, যেসব আন্দোলনে ৭০-৮০ ভাগ মানুষের সমর্থন থাকে এবং ২০-৩০ ভাগ মানুষ সরকারের পক্ষে থাকে। এতে দেশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।
- **পরিসংখ্যান**: যুক্তরাজ্যের ২০১৫ সালের নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি মাত্র ৩৬.৯% ভোট পেয়ে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতেছিল। একইভাবে, কানাডার ২০১৫ সালের নির্বাচনে লিবারেল পার্টি ৩৯.৫% ভোট নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করেছিল।

খ) স্পয়লার ইফেক্ট (Spoiler Effect)

- **সমস্যা**: যখন দুইয়ের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, ভোটাররা ভয় পান যে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে (প্রায়ই তৃতীয় পক্ষ বা স্বতন্ত্র) ভোট দিলে ভোট ভাগ হয়ে যাবে এবং তাদের অপছন্দের কোনো প্রধান প্রার্থী জিতে যাবে।
- **পরিণতি**: ভোটাররা প্রায়ই তাদের প্রকৃত পছন্দ ত্যাগ করে প্রধান প্রার্থীদের মধ্যে 'তুলনামূলক কম খারাপ' প্রার্থীকে "কৌশলগতভাবে" ভোট দেন, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে।
- **উদাহরণ**: ২০০০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রালফ নাডারের (গ্রিন পার্টি) বিরুদ্ধে ফ্লোরিডায় আল গোরের (ডেমোক্র্যাট) ভোট নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার ফলে

জর্জ ডব্লিউ বুশ (রিপাবলিকান) খুব সামান্য ব্যবধানে রাজ্যটি এবং শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি জিতে নেন।

আরেকটু লম্বা উদাহরণ দিচ্ছি-

পরিস্থিতি ১: তিন প্রার্থী

প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	%
আলম	আওয়ামী লীগ	৪০,০০০	৪০%
বাবু	বিএনপি	৩৫,০০০	৩৫%
জসিম	জামায়াত	২৫,০০০	২৫%
বিজয়ী	**আ.লীগের আলম**	-	-

পরিস্থিতি ২: জামায়াত নেই

ধরা যাক, জামায়াতের ভোটারদের:

- ৮০% = বিএনপিকে দ্বিতীয় পছন্দ করত
- ২০% = আওয়ামী লীগকে

প্রার্থী	দল	প্রাপ্ত ভোট	%
আলম	আওয়ামী লীগ	৪৫,০০০ (৪০k + ৫k)	৪৫%
বাবু	বিএনপি	৫৫,০০০ (৩৫k + ২০k)	৫৫%

ফলাফল: জামায়াতের উপস্থিতি আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে দিল, যদিও ৬০% ভোটার তাদের বিরোধী! **এটিই** Spoiler Effect।

গ) ডুভার্জারের নীতি: অনিবার্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থা

- **সমস্যা:** স্বাভাবিকভাবেই একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে ছোট দলগুলো ছিটকে পড়ে কারণ ভোটার এবং অর্থদাতারা বুঝতে পারেন যে কেবল দুটি প্রধান দলেরই জেতার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে।
- **পরিণতি:** রাজনৈতিক বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। মূলধারার বাইরে থাকা ইস্যু এবং মতামতগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।
- **উদাহরণ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের আধিপত্য চলছে। যুক্তরাজ্যে লিবারেল ডেমোক্র্যাট বা গ্রিন পার্টি উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন সত্ত্বেও আসন জিততে হিমশিম খায়। আমাদের দেশে আওয়ামীলীগ বনাম বিএনপি যুদ্ধ চলে শুধু মাত্র।

ঘ) জেরি ম্যান্ডারিং এবং প্রতিনিধিত্বহীন ফলাফল

- **সমস্যা:** 'জেরি ম্যান্ডারিং' বা কোনো নির্দিষ্ট দলকে সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার সুযোগ থাকে।
- **পরিণতি:** ক্ষমতায় থাকা দল তাদের সুবিধাকে পাকাপোক্ত করতে পারে। এর ফলে এমন ফলাফল হতে পারে যেখানে একটি দল কম ভোট পেয়েও বেশি আসন দখল করে।
- **পরিসংখ্যান:** ২০১২ সালের মার্কিন হাউস নির্বাচনে, রিপাবলিকানরা মোট ভোটের ৪৭.৬% পেয়েও ৫৩% আসন জিতেছিল, যার প্রধান কারণ ছিল জেরি ম্যান্ডারিং।

ঙ) অপচয় হওয়া ভোট এবং ভোটাধিকারহীনতা

- **সমস্যা:** পরাজিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট (অথবা বিজয়ীর জয়ের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোট) "অপচয়" হয়—এগুলো ফলাফলে কোনো ভূমিকা রাখে না।
- **পরিণতি:** অনেক ভোটার মনে করেন তাদের ভোটের কোনো মূল্য নেই, যা ভোটারদের মধ্যে অনাগ্রহ তৈরি করে।

চ) মেরুকরণ এবং নেতিবাচক প্রচারণা

- **সমস্যা:** এই ব্যবস্থা নেতিবাচক প্রচারণাকে উৎসাহিত করে, কারণ দলগুলো গঠনমূলক নীতির চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়।
- **পরিণতি:** রাজনৈতিক আলোচনা আরও বিভক্ত ও সমাধানহীন হয়ে পড়ে। কে রাজাকার, কে চাদাবাজ, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি এসব নিয়েই আলোচনা চলে। দেশের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না।

বাস্তব প্রভাব

- **নীতি বিকৃতি:** নির্বাচিত সরকারগুলো কেবল তাদের নিজস্ব 'ভোট ব্যাংক' বা সমর্থকদের খুশি করার নীতি গ্রহণ করতে পারে।
- **বহুদলীয় ব্যবস্থায় অস্থিরতা:** বহু দল আছে এমন দেশে ঝুলন্ত সংসদ বা অস্থির সরকার তৈরি হতে পারে।

ত্রুটি	বর্ণনা	বাংলাদেশী উদাহরণ	পরিণাম
Minority Rule	৩০-৪০% ভোটে জয়	২০১৪: আওয়ামী লীগ ৫% ভোটার উপস্থিতিতে ক্ষমতায়	৬০-৭০% জনগণ প্রতিনিধিত্বহীন
Spoiler Effect	তৃতীয় পক্ষ ভোট ভাগ করে	জামায়াত না থাকলে বিএনপি জিততে পারত	কৌশলগত ভোটদান বাধ্যতামূলক
Duverger's Law	শুধু দুটি দল টিকে থাকে	আওয়ামী লীগ vs বিএনপি (৫০ বছর)	রাজনৈতিক বৈচিত্র্য শূন্য
Wasted Votes	পরাজিত প্রার্থীর ভোট অর্থহীন	প্রতি নির্বাচনে ৪০-৫০% ভোট "নষ্ট"	ভোটারদের হতাশা
Gerrymandering	Constituency সীমানা পরিবর্তন	নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাত	ক্ষমতাসীনদের সুবিধা

কেনেথ অ্যারো

বলা হয়ে থাকে, নির্বাচন হল জনগণের ইচ্ছা পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। গণিতবিদ কেনেথ অ্যারো তার অসম্ভাব্যতা উপপাদ্যের জন্য নোবেল পেয়েছিলেন। তিনি মূলত গাণিতিকভাবে দেখিয়েছিলেন যে, সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম ৪টি শর্তের প্রতিটি উপস্থিত থাকা অসম্ভব। বরং তা কন্ডোরসেটের বিভ্রান্তি বা প্যারাডক্স সৃষ্টি করে।

গণতন্ত্রপন্থিরা হয়তো অ্যারো-র সমালোচনার damage control হিসাবে আরও কিছু প্রস্তাবনা করবে। যেমনঃ ranked choice, algorithmic voting ইত্যাদি।

এছাড়াও জামাআতের Proportional Representation বা pr পদ্ধতির প্রস্তাবনা এবং nid card এর পাশাপাশি voting card দেয়ার প্রতিশ্রুতি মূলত Weighted Voting Systems (wvs) এর রূপ। বিএনপি পন্থি কিছু আইনজীবীও ভোটাধিকার শুধু ৪০+ বয়স্কদের জন্য বৈধ করার পরামর্শ দিচ্ছে; উদ্দেশ্য যদিও আগের প্রজন্মের ভোটে জয় লাভ করা; কিন্তু এগুলো damage control অপশনগুলোর অন্যতম।
এত সমালোচনার পরেও কেউ কেউ বলবে যে, গণতন্ত্র মোটেও ভাল রাষ্ট্র ব্যবস্থা না, কিন্তু বিদ্যমান তত্ত্বগুলোর মধ্যে এর চেয়ে উত্তম নেই। মানে, শয়তান অজুহাত উপস্থিত করতে কখনোই বুদ্ধিবৃত্তিক কৃপণতা দেখায় না।

২। জ্ঞানতাত্ত্বিক সমালোচনা

জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ইত্যাদি, এই দাবিগুলো কী প্রমাণিত?

এখানে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন। এগুলো (জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ইত্যাদি) গণতন্ত্রের presumption বা পূর্বানুমান। অর্থাৎ, একজন সেকুলার মনে করে, বিতর্কে তার বিপক্ষের ব্যক্তিও এই নীতি স্বীকার করে। আরেকটু ব্যাখ্যা করতে গেলে, বাধ স্থাপিত হলে নদীর গতি কোন দিকে যাবে- সংক্রান্ত বিতর্কে সকল পক্ষ উচ্চারণ না করলেও এটা বিশ্বাস করে যে, পানি গড়িয়ে নিচের দিকে যায়।

সার্বভৌম মালিকানার প্রমাণ কি?

এখন পানির নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হওয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত না। নতুবা স্বৈরতন্ত্রেও কি জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক? সুতরাং জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস- পূর্বানুমান হিসাবে প্রমাণিত নয়, বরং এটি পুরোপুরি একটি ভিত্তিহীন অনুমান এবং এটি সত্য হওয়ার জন্য-

১। গণতন্ত্রের স্বয়ং সত্য হওয়া বা
২। পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল হওয়া আবশ্যক, অথবা
৩। এই পূর্বানুমান শুধু গণতান্ত্রিক চিন্তা কাঠামোর মধ্যে সত্য।

শর্ত ১-এর ক্ষেত্রে পুরো তত্ত্বটি circular reasoning বা চাক্রিক যুক্তি। শর্ত ২ ও ৩, অন্যান্য রাষ্ট্রচিন্তাকে অপনোদন করতে পারে না।

যাই হোক আলেমদের মতে, জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ইত্যাদি শিরক। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং এমন কোন স্থগিতকারী বিষয় নেই যা রাষ্ট্রকে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে স্বাধীনতা দেয়াকে যুক্তিসঙ্গত করে। অন্য কথায়, কেউ যদি দাবি করে, রাষ্ট্র আল্লাহ-র হুকুমের অনুগামী হতে বাধ্য নয়, শুধু ব্যক্তি মানুষ-ই দ্বীনের অনুসরণে বাধ্য; তাহলে তাকে এর পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে।

রাষ্ট্রধর্ম

যেহেতু বিতর্কে burden of proof উভয় পক্ষের উপরেই থাকে, সেহেতু সংক্ষেপে আমাদের যুক্তিটি উল্লেখ করছি-

১. এই যুক্তিটিকে আমি বলব natural state, ইতিহাস সাক্ষী যে, রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকে ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। এনলাইটেনমেন্টের পরে প্রথমবারের মত এর বিপরীত দেখা গেছে। গ্রীসের আইন যদিও বিপরীত, কিন্তু বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির কেন্দ্রিক ছিল, সুতরাং এটাকে পুরোপুরি সেকুলার বলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রীস ১৮ উর্ধ্ব পুরুষদের দ্বারা শাসিত। যেকোন নারীবাদী

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে যে, অন্যান্য ধর্মের ন্যায় এটাও পুরুষদের বানানো নতুন ধর্ম ছিল। সব কিছু মেনে নিলেও, গ্রীস হাজার বছরের মানব ইতিহাসে একটা outlier. সুতরাং theocracy রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ার কথা নয় কি?

২. যদি আল্লাহ-র অস্তিত্ব থেকে থাকে এবং মানুষ যদি আল্লাহ-র হুকুম মানতে বাধ্য হয়, তাহলে মানুষের সমষ্টি [রাষ্ট্র] কেন আল্লাহ-র হুকুমের আওতার বাইরে থাকবে?

৩. রাষ্ট্র একটি আইনি সত্ত্বা। সে জমির মালিক হতে পারে, চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে ইত্যাদি। আবার রাষ্ট্রের চরিত্রও থাকে। যেমনঃ আমেরিকার ৮০ বছরের ইতিহাস দেখুন; তার লোভ, স্বার্থ, উদ্দেশ্যের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই; যেন একক ব্যক্তি। প্রত্যেক জীবের মত রাষ্ট্রের মৃত্যু হতে পারে। ইউক্রেন, তাইওয়ান বিলীন হতে পারে; আযাব কিংবা কিয়ামতের মাধ্যমে ভূখণ্ডও বিলীন হতে পারে। সমরূপ জিনিসের সমরূপ হুকুম হওয়া উচিত। তাই, রাষ্ট্রের ধর্ম থাকা উচিত।

জ্ঞানের ধরন ও গণতন্ত্রের দাবি

জ্ঞানের ধরন	**উদাহরণ**	**প্রমাণ পদ্ধতি**	**গণতন্ত্রের দাবি প্রযোজ্য?**
Empirical (অভিজ্ঞতালব্ধ)	পানি নিচে গড়ায়	পর্যবেক্ষণ	✗ (পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত নয়)
Logical (যৌক্তিক)	2+2=4	গাণিতিক প্রমাণ	✗ (Arrow's Theorem দ্বারা খণ্ডিত)
Axiomatic (স্বতঃসিদ্ধ)	"সব মানুষ সমান"	ধারণা/বিশ্বাস	✓ (কিন্তু প্রমাণহীন)

ভিত্তি	**গণতন্ত্র**	**ইসলাম**
সার্বভৌমত্বের উৎস	জনগণ	আল্লাহ
আইনের উৎস	সংসদ/জনমত	কুরআন-সুন্নাহ
বৈধতার ভিত্তি	সংখ্যাগরিষ্ঠতা	শরিয়াহ সম্মতি

শিরক কিভাবে, মশাই?

তবে অধিকাংশ লোক ‘জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস’ ইত্যাদি বাক্যেকে আক্বীদাগতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও ব্যবহারিকভাবে সত্য মনে করে এবং শিরক মনে করে না। বিষয়টি এমন যে, ওষুধ খেলে রোগী সুস্থ হয়, তাই ওষুধ রোগ সারায়। যেহেতু শর্ত ২-এ উল্লিখিত অবস্থার মত, অধিকাংশ মানুষ গণতান্ত্রিক দেশে জন্ম নিয়েছে, জন্ম থেকেই এমন দেখে আসছে, তার পর্যবেক্ষণ এটা বলে যে, জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। তারা এসব গণতান্ত্রিক স্লোগানের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করে না। যেমন আমরা বলি, পানি নিচের দিকে গড়ায়; আল্লাহ পানিকে নিচে প্রবাহিত করেন, এটা বলি না।

এখন ব্যক্তির অন্তরে যদি আল্লাহ তাআলা আরোগ্য দানকারী আক্বীদা বিদ্যমান থাকে, তাহলে তো ওষুধে রোগ সারে বললে শিরক হয় না। কিন্তু দু:খজনকভাবে গণতন্ত্রের ব্যাপারে জাহেলিয়াত এই পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে (সীমাবদ্ধ) সার্বভৌম ক্ষমতা দান করেছেন, বা যমীনে খলিফা বানিয়েছেন, এই আক্বীদার প্রকৃত বুঝ অন্তরে বিদ্যমান নেই। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে, জাহেলের ক্ষমতা তাই চতুর, লোভী, প্রতারকদের দ্বারা অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে।

এসব তাত্ত্বিক আলোচনা জনসাধারণের বোঝার কথাও না। সার্বভৌমত্ব একটি বিমূর্ত ধারণা যার বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, ধরা যায় না, ছোয়া যায় না। তাই এর প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেই মুশকিল। ওয়াজের ময়দানে এই জটিল শিরকে জড়িত থাকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা আরেকটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। আর এখন যেহেতু অনেক আলেম রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছেন। সেহেতু গণতন্ত্রের বাস্তবতা উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের কাছে আরও কঠিন হয়ে যাবে। এমন সংকটময় সময়ে এই জটিল দার্শনিক আলোচনা অবতারণা না করে আর উপায় ছিল না।

মেটাফিজিক্স

উলামায়ে কেরামের চোখে, গণতন্ত্র একটি নিরপেক্ষ, ধর্মহীন (secular) রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়; গণতন্ত্র একটি সুনির্দিষ্ট মেটাফিজিক্যাল বিশ্বাস (Humanism + Skepticism) এর উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

গণতন্ত্রের প্রাথমিক প্রবক্তরা গ্রীসের এথিনা দেবীর পার্থেনন মন্দিরের উপাসক ছিল। যেমনঃ পেরিক্লেস, থুসাইডিডস, ইসোক্রেটিস, এরিস্টটল। এথিনা ছিল প্রজ্ঞা, যুক্তি, নগর আইন ও শৃঙ্খলার দেবী। কয়েক বছর আগে আদালত প্রাঙ্গণের থেমিসের মূর্তি নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। থেমিস হল স্বর্গীয় আইনের দেবী। ইসলামী পরিভাষা দিয়ে উপমা দিলে, এথিনা হল তাযীরের দেবী, আর থেমিস হল হুদুদের দেবী।

যাইহোক, উল্লিখিত দার্শনিকদের মধ্যে ইসোক্রেটিস ছিলেন মানবতাবাদ নামক কুফরি মতবাদের সমর্থক। থুসাইডিডস নিজেও মানবতাবাদী ধাচের ছিলেন। উভয়ে এথিনার উপাসক ছিলেন বিধায় মানব রচিত আইনের প্রতি তাদের অধিক আকর্ষণ ছিল। এছাড়াও নিকট অতীতের তাত্ত্বিকগণ মাকিয়াভেলি, জিন বোডিন, হিউগো গ্রোটিয়াস, জন লক তারাও মানবতাবাদী ছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনায় গণতন্ত্রকে তাত্ত্বিকভাবে মানব বিবেক-বুদ্ধির পরিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছিলাম। এই ধারণাগুলো এদের থেকেই এসেছে।

অন্যান্য প্রাচীন তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রোটাগোরাস ও গর্গিয়াস ছিলেন সোফিস্ট। তারা পরম সত্য (absolute truth) এবং নৈতিক ন্যায়-অন্যায়ে বিশ্বাস করতেন না। অথচ আল্লাহ হচ্ছেন আল হাক্ব; তিনিই সত্য। গণতন্ত্রের এই psychologism এর ফলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা সত্ত্বাগত বাস্তবতা বা ontological truth এর উপরে প্রাধান্য পায়। প্রোটাগোরাস আরও আগ বাড়িয়ে বলেছেন, Man is the measure of all things. একারণে গণতন্ত্র ন্যায়-অন্যায় সনাক্ত করতে জনগণের ভোটকে ব্যবহার করে থাকে।ইতিপূর্বে আমরা অবেরন হার্বাটের উক্তি উল্লেখ করেছিলাম, যিনি ব্যালটের সংখ্যাকে মানব সত্ত্বার উপর তাৎপর্য দেয়ার সমালোচনা করেছিলেন। কারণ অবেরন একজন মানবতাবাদী। বুঝতে পারছেন, এখানে তাত্ত্বিকদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে, তবে তারা গণতন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, কোন মুসলমানের পক্ষে মানবতাবাদী কিংবা সোফিস্ট কোনটাই হওয়া সম্ভব না; ঠিক যেভাবে কোন হিন্দুর পক্ষে একইসাথে হিন্দু ও খ্রিস্টান হওয়া সম্ভব না। একজন মুসলমানের পক্ষে গণতন্ত্রকে মেনে নেয়া মানে হল ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করা।

মূল ধারণা:

---

১. Athena উপাসনা: • দেবী: প্রজ্ঞা, যুক্তি, নগর-আইন • Parthenon মন্দির: গণতন্ত্রের প্রতীক • মানে: মানবীয় যুক্তি/আইন > ঐশ্বরিক বিধান	**২. Sophism (সোফিস্ট মতবাদ):** • মানুষ = সকল কিছুর মাপকাঠি • Objective truth (বস্তুনিষ্ঠ সত্য) নেই • "সত্য" ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি মাত্র	**৩. Gorgias-এর Nihilism:** • কিছুই অস্তিত্বশীল নয় • যদি থাকে, জানা যায় না • যদি জানা যায়, প্রকাশ করা যায় না ফলাফল: Moral relativism → ন্যায়-অন্যায়ের কোন absolute standard নেই → ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত ঠিক করতে হবে

আধুনিক যুগ: Humanism পুনর্জাগরণ (Renaissance) ও Enlightenment:

চিন্তাবিদ	যুগ	মূল ধারণা	গণতন্ত্রে প্রভাব
Machiavelli	১৪৬৯-১৫২৭	ধর্ম রাজনীতি থেকে পৃথক	Secular politics
Jean Bodin	১৫৩০-১৫৯৬	Sovereignty theory	জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা
Hugo Grotius	১৫৮৩-১৬৪৫	Natural law (ঐশ্বরিক না)	মানবিক আইনের ভিত্তি
John Locke	১৬৩২-১৭০৪	Social contract	জনগণের সম্মতি = সরকারের বৈধতা
Rousseau	১৭১২-১৭৭৮	General will	জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা সর্বোচ্চ

Humanism-এর core beliefs:

1. **মানুষ = কেন্দ্রবিন্দু** (Anthropocentrism)
   - ঈশ্বর নয়, মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি
2. **মানব যুক্তি = সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত** (Rationalism)
   - ওহী/প্রত্যাদেশ অপ্রয়োজনীয়
3. **মানব প্রকৃতি = মূলত ভালো** (Innate goodness)
   - নফস-এর খারাপি অস্বীকার করে

ইসলামের সাথে সংঘাত:

বিষয়	Humanism	Islam
কেন্দ্রবিন্দু	মানুষ	আল্লাহ
জ্ঞানের উৎস	যুক্তি	ওহী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত + যুক্তি
মানব প্রকৃতি	মূলত ভালো	নফসের প্রভাব আছে
আইনের উৎস	সংসদ/মানুষ	শরিয়াহ

বলে রাখা ভাল, আমরা কোন দার্শনিককে হক্ক মনে করি না। হক্ককে অনুসন্ধানের জন্য তাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলও বটে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের ব্যর্থতাও হতাশাজনক এবং নিন্দনীয় পর্যায়ের। তাদের যতটুকু আমাদের জ্ঞানে ঠিক মনে হয়েছে, আমরা ততটুকু গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। লেখকের কোন ভুল-ভ্রান্তি নজরে আসলে ফোরামে জানাতে ভুল করবেন না।

১. গণতন্ত্র কী? একটি সহজ সংজ্ঞা

গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন। কিন্তু বার্দিয়েভ এবং অন্যান্য চিন্তাবিদরা বলেন যে আধুনিক গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি — *কীভাবে* সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেও সেই সিদ্ধান্ত *কেমন হওয়া উচিত* তা বলে না।

একজন ড্রাইভারের লাইসেন্স আছে, সে গাড়ি চালাতে পারে — কিন্তু তার গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারে না। সে সমুদ্রের দিকে যেতে পারেন বা পাহাড় থেকে ফেলেও দিতে পারেন। গণতন্ত্র অনুরূপভাবে কাজ করে: এটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার যন্ত্র, কিন্তু *কোন দিকে* যাওয়া উচিত তা জানে না।

২. গণতন্ত্রের তিনটি মূল সমস্যা

২.১ সত্যের অনুপস্থিতি: গণতন্ত্র সত্য বিশ্বাস করে না

গণতন্ত্র নিরপেক্ষ থাকতে চায়। এটি বলে: "আমরা ভাল বা খারাপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব না। আমরা শুধু গণনা করি কে আছে এবং বেশি মানুষ কি চায়।" কিন্তু এটা একটি বিপদজনক ত্রুটি। এর মানে গণতন্ত্র সত্যে বিশ্বাস করে না। যদি আপনি সত্যে বিশ্বাস করেন, আপনি বলবেন: "এটি সঠিক, তাই আমরা এটি করব, এমনকি যদিও বেশিরভাগ মানুষ সম্মত না হয়।" কিন্তু গণতন্ত্র বলে: "বেশিরভাগ মানুষ যা বলে তাই সঠিক।" উদাহরণ: ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব "মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা" ঘোষণা করে শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালের মধ্যে, একই জনতার ভোটে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন? কারণ জনতার ইচ্ছা খারাপ হতে পারে, এবং গণতন্ত্রের কোনো শক্তি নেই এটি থামানোর।

২.২ আশাবাদী সন্দেহ: গণতন্ত্রের অস্পষ্ট বিশ্বাস

এটি একটি অদ্ভুত বিষয় যে, গণতন্ত্র সত্যে বিশ্বাস করে না, তবুও এটি অত্যন্ত আশাবাদী। এটি বিশ্বাস করে যে অনেক মানুষের ভোট যোগ করলে ভাল ফলাফল আসবে। ফিলোসফার জাঁ-জ্যাক রুসো এই ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মানুষ মূলত ভাল এবং সৎ। কিন্তু এটা ভুল। মানুষ স্বার্থপর হতে পারে, অন্যায্য কাজ করতে পারে, এবং সংখ্যার (ভিড়ে) তারা আরও খারাপ হয়ে যায়। গণতন্ত্র এই বাস্তবতা অস্বীকার করে।

২.৩ স্বাধীনতার বিপরীত প্রভাব: গণতন্ত্র স্বাধীনতা ধ্বংস করে

এটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি সত্য: গণতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত করে। জঁ-জ্যাক রুসো বলেছিলেন তিনি "বিবেকের স্বাধীনতা" বিশ্বাস করেন না। ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবেসপিয়েরে (বিপ্লবের নেতা) এটি বাস্তবায়ন করেছিলেন — তিনি যারা তার সাথে সম্মত ছিল না

তাদের কণ্ঠস্বর দমন করেছিলেন।
কেন এমন ঘটে? কারণ আপনি যা চান তা করতে বাধ্য হন কারণ "বেশিরভাগ মানুষ এটি চায়।" আধুনিক সমালোচকরা (টকভিল এবং মিল) তাদের সময়েই সাবধান করেছিলেন: গণতন্ত্র সকল ব্যক্তিকে সমান করে দেয় এবং চিন্তার স্বাধীনতা চুরি করে। মূর্খ এসে জ্ঞানীর উপর মূর্খতা চাপিয়ে দিতে পারে।

---

৩. গণতন্ত্র কখন এবং কেন জন্ম হয়েছিল?

গণতন্ত্র একটি রোগের লক্ষণ, কোন সমাধান নয়।
একটি স্বাস্থ্যকর সমাজে, মানুষ একসাথে জৈব ভাবে যুক্ত থাকে। তারা সাধারণ ধর্ম, সাধারণ মূল্যবোধ এবং সাধারণ ঐতিহ্য ধারণ করে। কিন্তু যখন এই সংযোগ ভেঙে যায়, তখন গণতন্ত্র চলে আসে।
তবে উপমহাদেশের গণতন্ত্র উপনিবেশের ফলাফল।
আধুনিক যুগে, ঐতিহ্য মারা গেছে, ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে, এবং সমাজ পরমাণুতে বিভক্ত হয়েছে। এখন মানুষ চিন্তা করে: "ঠিক আছে, আমাদের কাছে আর কিছু নেই — শুধু ভোট দিই এবং সংখ্যা গণনা করি।"

---

৪. অনটোলজি বনাম সাইকোলগিজম: দর্শনের গভীর স্তর

এখানে একটি গভীর দার্শনিক পার্থক্য আছে -

ধারণা	**অর্থ**	**উদাহরণ**
অনটোলগিজম	সত্য একটি বাস্তব বস্তু যা মানুষের বাইরে বিদ্যমান। আমরা সত্যকে আবিষ্কার করি, তৈরি করি না।	ঈশ্বর, প্রকৃতির নিয়ম, সৌন্দর্য — এগুলি সবসময় আছে।

সাইকোলজিজম	সত্য মানুষের মনের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা এটি তৈরি করি এবং এটি পরিবর্তন করতে পারি।	"আমি বিশ্বাস করি, তাই এটি আমার জন্য সত্য।"

সাইকোলগিজম। এটি বলে: "যে কোনো সত্য নেই — আমরা শুধু ভোট করি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণ করে।" এটি একটি মানসিক সিস্টেম, যেখানে জনগণের ইচ্ছা সবকিছু নির্ধারণ করে।

কিন্তু জীবনে সত্যিকারের অনটোলজিকাল বিষয় আছে। ন্যায় অন্যায় আছে, এবং এটি বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করুক বা না করুক সঠিক। সত্য সত্য, এবং এটি জনমত দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না।

---

৫. গণতন্ত্রের সাথে দার্শনিক সমস্যাগুলি

৫.১ রুসো এবং সাধারণ ইচ্ছা

ফিলোসফার রুসো বলেছিলেন একটি "সাধারণ ইচ্ছা" থাকা উচিত — জনগণের একটি সত্যিকারের, একীভূত, প্রকৃত ইচ্ছা। সে আরও বলেছিল, Whoever refuses to obey the general will will be forced to do so by the entire body; this means merely that he will be forced to be free."

"যে কেউ সাধারণ ইচ্ছা মানতে অস্বীকার করবে তাকে সমগ্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্র দ্বারা তা করতে বাধ্য করা হবে; এর অর্থ হল- তাকে মুক্ত-স্বাধীন হতে বাধ্য করা হবে।"

কিন্তু তিনিও বলেছিলেন: *সাধারণ ইচ্ছা সকল ব্যক্তিগত ইচ্ছার যোগফলনয়*। এমন নয় যে আপনি সবার ভোট যোগ করলেই উত্তর পাবেন। এটি আরও গভীর কিছু — একটি জাতীয় চেতনা যা প্রজন্মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। গণতন্ত্র এটি বুঝে না। সে শুধু সংখ্যা গণনা করে। একারনে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা না থাকলেও নারীদের জোরপূর্বক মুক্ত-স্বাধীন(!!!) বানানো হয়।

৫.২ কার্ল শ্মিট এবং সিদ্ধান্ত

জার্মান ফিলোসফার কার্ল শ্মিট বলেছেন: The emptiness of mere majority calculus deprives legality of all persuasive power", মূলত, স্মিট বলেছেন যে, ভোট গণনা আইনের বৈধতা বা বাধ্যতামূলক শক্তিকে ভিত্তি দিতে পারে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে জনগণের কোন ভূমিকা নেই। যেমন: যুদ্ধের সময়, একজন নেতাকে নিয়মকানুন ভাঙতে হতে পারে জাতিকে বাঁচাতে। তিনি আরও বলেছেন, All law is situational law. The sovereign produces and guarantees the situation in its totality. He has the monopoly over this last decision.

সমস্ত আইন পরিস্থিতিগত আইন। সার্বভৌম তার সামগ্রিকতায় পরিস্থিতি তৈরি করে এবং গ্যারান্টি দেয়। এই শেষ সিদ্ধান্তে তার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে।

৫.৩ অ্যালাসডেয়ার ম্যাকইনটায়ার এবং নৈতিকতার পতন

আধুনিক দার্শনিক ম্যাকইনটায়ার বলেছিলেন: আমরা নৈতিক শব্দভাণ্ডার হারিয়েছি। একবার, মানুষ বলত: "অমুক কাজ ভাল কারণ গুণ (ভালো গুণ) এমন দাবি করে।" এখন, মানুষ শুধু বলে: "হিজাব আমার পছন্দ। আমি এটা পছন্দ করি।" কোনো সাধারণ ভালো বলে কিছু নেই, সব কিছু শুধু ব্যক্তিগত পছন্দ।
গণতন্ত্র ঠিক এটাই করে: এটা সব মূল্যবোধকে "পছন্দ" হিসাবে বিবেচনা করে।
তিনি আরও বলেছেন,
In any society where government does not express or represent the moral community of the citizens, but is instead a set of institutional arrangements for imposing a bureaucratized unity on a society which lacks genuine moral consensus, the nature of political obligation becomes systematically unclear...A striking feature of moral and political argument in the modern world is the extent to which it is innovators, radicals, and revolutionaries who revive old doctrines, while their conservative and reactionary opponents are the inventors of new ones...What matters at this stage is the construction of local forms of

community within which civility and the intellectual and moral life can be sustained through the new dark ages which are already upon us. And if the tradition of the virtues was able to survive the horrors of the last dark ages, we are not entirely without ground for hope. This time however the barbarians are not waiting beyond the frontiers; they have already been governing us for quite some time.

যে সমাজে সরকার নাগরিকদের নৈতিক সম্প্রদায়কে প্রকাশ বা প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং একটি সমাজে একটি আমলাতান্ত্রিক ঐক্য আরোপের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার একটি সেট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত নৈতিক ঐক্যমত্যের অভাব রয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রকৃতি পদ্ধতিগতভাবে অস্পষ্ট হয়ে যায়...আধুনিক বিশ্বে নৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তির একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এটি যারা পুরানো মতবাদগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের বিরুদ্ধে উদ্ভাবক, মৌলবাদী এবং বিপ্লবী ট্যাগ দেয়, অথচ তাদের রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধীরা-ই প্রকৃতপক্ষে নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবক।..এই পর্যায়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সম্প্রদায়ের স্থানীয় রূপের বিনির্মাণ যার মধ্যে সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক জীবন যা ইতিমধ্যেই আমাদের উপর চেপে বসা নতুন জাহেলি অন্ধকার যুগে টিকে থাকতে সাহায্য করবে। এবং যদি গুণাবলীর ঐতিহ্য সর্বশেষ জাহেলি অন্ধকার যুগের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে কিছুটা হলেও আশা আছে. কিন্তু এবার বর্বর মুশরিকরা সীমান্ত অতিক্রমের অপেক্ষা করছে না; তারা ইতিমধ্যে বেশ কিছু সময় যাবত আমাদের শাসন করছে.

৫.৪ এডমান্ড বার্ক এবং জৈব ঐতিহ্য

ইংরেজ রক্ষণশীল দার্শনিক এডমান্ড বার্ক বলেছিলেন: সমাজ একটি জীবন্ত জিনিস, যন্ত্র নয়। তিনি বলেছিলেন:

Society is indeed a contract. It is a partnership in all science; a partnership in all art; a partnership in every virtue, and in all perfection. As the ends of such a partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a partnership

not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born.

"সমাজ আসলেই একটি চুক্তি. এটা সব শাস্ত্রেই অংশীদারিত্ব; সব কলা-য় অংশীদারিত্ব; প্রতিটি গুণের দিক থেকে অংশীদারিত্ব, এবং সব দিক থেকেই নিখুঁত. যেহেতু সমাজের এই বিশেষ জাতীয় অংশীদারিত্বের ফলাফল অনেক প্রজন্মের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাই এটি শুধুমাত্র জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যেই নয়, যারা জীবিত, যারা মৃত এবং যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের সবার মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব হয়ে ওঠে। সমাজ শুধুমাত্র যারা জীবিত তাদের মধ্যে একটি চুক্তি নয়, বরং যারা জীবিত, যারা মৃত এবং যারা ভবিষ্যতে জন্মাবে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি।"

এর মানে: যেসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মানুষ সমাজ গঠন করে, সেসব উদ্দেশ্য হাসিল করতে অনেক প্রজন্ম চলে যায়। তাই একটি জাতির ইচ্ছা শুধু আজকের মানুষের ভোট নয়। এটি গত ১০০ বছরের ইতিহাস, আগের প্রজন্মের মূল্যবোধ, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত করে। গণতন্ত্র এটি ভুলে যায়। সে বলে: "আজকের ভোট সবকিছু নির্ধারণ করে। আমরা অতীত নিয়ে চিন্তা করি না।" সে জাতির ঐতিহ্য ভঙ্গ করে এবং একটি জাতির আত্মাকে হত্যা করে। বার্দিয়েভ একই কথা বলেছেন।

৫.৫ হেগেল এবং নৈতিক জীবন

জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন রাষ্ট্রের একটি চেতনা আছে যা ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরে থাকে। তিনি একে "Sittlichkeit" (নৈতিক জীবন) বলে ডাকেন।
এর মানে: একটি দেশ শুধু পৃথক নাগরিকদের সমষ্টি নয়। এর একটি আত্মা আছে, একটি বিবেক আছে, একটি লক্ষ্য আছে।
গণতন্ত্র এটি অস্বীকার করে এবং মানুষকে বিচ্ছিন্ন "ব্যক্তি পরমাণু" হিসাবে বিবেচনা করে যা দিয়ে শুধু সংখ্যা গণনা করা হয়।
আবার তিনি বলেছিলেন যে, to be independent of public opinion is first and formal condition of achieving anything great

"জনমত থেকে স্বাধীন হওয়া মহান কিছু অর্জনের প্রথম এবং আনুষ্ঠানিক শর্ত"

৫.৬ লিও স্ট্রাউস এবং প্রাকৃতিক আইন

দার্শনিক লিও স্ট্রাউস বলেছিলেন: সমস্ত সভ্যতা একটি প্রাকৃতিক আইনের উপর নির্ভর করে —এমন আইন সময়ের সাথে স্থায়ী ও যুক্তিসঙ্গত এবং যা সকলের জন্য প্রযোজ্য। এটি গণিত বা পদার্থবিজ্ঞানের মতো। ২+২=৪, এবং এটি গণনা বা জনমত দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। একইভাবে, ন্যায়বিচার এবং সত্য হাক্বিকি অর্থে অস্তিত্বশীল। গণতন্ত্র বলে: "প্রাকৃতিক আইন বলে কিছু নেই। যা বেশিরভাগ মানুষ বলে তাই আইন।" এটি স্ট্রাউসের চেতনার বিরুদ্ধে।

স্ট্রাউস আরও বলেছেন, the problem posed by conflicting needs of society can not be solved if we don't possess knowledge of natural right. The contemporary rejection of natural right leads to nihilism - nay, it is identical with nihilism.Liberal relativism has its roots in the natural right tradition of tolerance or in the notion that everyone has a natural right to the pursuit of happiness as he understands happiness; but in itself it is a seminary of intolerance.

আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞানের অধিকারী না হলে সমাজের পরস্পরবিরোধী চাহিদা দ্বারা উত্থাপিত সমস্যা সমাধান করা যাবে না. প্রাকৃতিক অধিকারের সমসাময়িক প্রত্যাখ্যান নিহিলিজমের দিকে পরিচালিত করে-না, এটি নিহিলিজমের সাথে অভিন্ন. উদার আপেক্ষিকতার শিকড় সহনশীলতার প্রাকৃতিক অধিকার ঐতিহ্যে থাকলেও; এটি নিজেই অসহিষ্ণুতার সেমিনারি.

---

৬. নিয়েটশে এবং জনতার নৈতিকতা

দার্শনিক ফ্রেডরিক নিয়েটশে সাবধান করেছিলেন যে: সাধারণ মানুষ মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না, শুধু অনুসরণ করতে পারে। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি সর্বোচ্চ হয়, তখন প্রতিভা এবং উদ্ভাবন দমন করা হয়।

তিনি লিখেছেন, Again and again I am brought up against it, and again and again I

resist it: I don't want to believe it, even though it is almost palpable: the vast majority lack an intellectual conscience; indeed, it often seems to me that to demand such a thing is to be in the most populous cities as solitary as in the desert.

বারবার আমি এর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছি, এবং বারবার আমি একে প্রতিরোধ করি: আমি এটি বিশ্বাস করতে চাই না, যদিও এটি প্রায় স্পষ্ট: বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেকের অভাব রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে, প্রায়শই আমার কাছে মনে হয় যে সর্বাধিক জনবহুল শহরে বিবেককে তলব করা, মরুভূমির মতো নির্জন স্থানে থাকার মতই।

---

৭. গণতন্ত্রের ভিতরে গোপন সংগ্রাম

বার্দিয়েভ একটি গভীর পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেন: গণতন্ত্র অভ্যন্তরীণভাবে অস্থিতিশীল। কারণ:

- এটি কোনো লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে না, তাই রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীগুলি ক্রমাগত সংঘাতে লিপ্ত থাকে
- এটি কোনো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অফার করে না, তাই সমাজ বিভক্ত থাকে
- এটি সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়া-ভিত্তিক, তাই এর কোনো স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা নেই
- সবকিছু অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল: প্রতিটি নির্বাচন নতুন নিয়মকানুন নিয়ে আসে

এটি একটি চিরন্তন রূপান্তর অবস্থা — কখনও শেষ নয়, কখনও স্থিতিশীল নয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সংসদ গঠন করলেও প্রকৃত শক্তি ধারণ করে না। প্রকৃত শক্তি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে থাকে, যা জনগণকে ম্যানিপুলেট করে।

---

৮. ধর্ম এবং সত্যের অভাব

এখানে বার্দিয়েভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: "সত্য পবিত্র। একটি সত্য-ভিত্তিক সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।"

মানে: গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ কারণ এটি অধার্মিক। এটি সত্যে বিশ্বাস করে না, তাই এটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে না।
ধর্ম নির্দিষ্টভাবে দাবি করে: "এটি সত্য, এবং আমরা এটির জন্য মরতে প্রস্তুত।"
গণতন্ত্র বলে: "সত্য কী তা জানি না, তাই আমরা শুধু ভোট দেব।"
এগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি স্বাস্থ্যকর সমাজের একটি অন্তর্নিহিত ধর্মীয় বিশ্বাস থাকা উচিত।

---

৯. সমাধান কী?

যদি গণতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে সমাধান কী?
বার্দিয়েভ এবং অন্যরা বলেন আমাদের একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন যা:

উপাদান	**অর্থ**	**কেন গুরুত্বপূর্ণ**
একটি ভাগ করা নৈতিক কাঠামো	সবাই কিছু প্রধান মূল্যবোধে সম্মত থাকে (ন্যায়বিচার, সত্য, ভালো)	এটি ছাড়া সমাজ হল লড়াইয়ের একটি যুদ্ধক্ষেত্র
ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা	অতীতের শিক্ষা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান সম্মান করা	এটি আমাদের শিকড় এবং পরিচয়
একটি জাতীয় চেতনা	মানুষ অনুভব করে তারা একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশ, শুধু পৃথক ভোটার নয়	এটি ঐক্য এবং একতা সৃষ্টি করে
ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি	রাজনীতি নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সাথে সংযুক্ত	এটি জীবনে অর্থ এবং উদ্দেশ্য প্রদান করে
নেতৃত্ব যা সত্য জানে	এমন নেতা যারা সাহসী, জ্ঞানী এবং একটি	এটি সমাজকে ভালো দিকে

	দৃষ্টিভঙ্গি আছে	গাইড করে

---

১০. গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার বিপরীত সম্পর্ক

এখানে একটি আশ্চর্যজনক সত্য উল্লেখযোগ্য: স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আসে না। বার্দিয়েভ বলেন:

"ইনকুইজিশনের জ্বলন্ত আগুনের সময়ে (দ্বাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী) প্রকৃত চিন্তার স্বাধীনতা ছিল, যা আজকের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চেয়ে বেশি।"

সমাজে যখন মানুষ সত্যে বিশ্বাস করে, তারা স্বাধীনভাবে সেই সত্যের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারে। ইনকুইজিশনের যুগে, যদিও নিপীড়ন ছিল, একজন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসের জন্য সাহসিকতার সাথে কথা বলতে পারত। তার স্বাধীনতা বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীণ ছিল — চিন্তা এবং আত্মার স্বাধীনতা।

কিন্তু আজকের গণতান্ত্রিক সমাজে, মানুষ স্বাধীনভাবে যা খুশি বলতে পারে, কিন্তু কোনো সত্য তার কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঠিক-ভুল প্রতিটি মতামত-ই সমান, কোনো ধর্ম বিশ্বাস পবিত্র নয়। এর ফলে মানুষ আসলে আধ্যাত্মিকভাবে বন্দী — তারা জানে না যে তারা কোনটা বিশ্বাস করবে।

একটি সহজ তুলনা

দিক	ইনকুইজিশনের যুগ	আধুনিক গণতন্ত্র
বাহ্যিক স্বাধীনতা	নেই, যদি ধর্মকে আঘাত করে হয়—সরকার নিয়ন্ত্রণ করে	আছে কিন্তু আংশিক — যা খুশি বলতে পারেন, যদি ধর্মকে আঘাত করে হয়
অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা	আছে — মানুষ সত্যে বিশ্বাস করে	নেই — সত্য সম্পর্কে সংশয় এবং বিভ্রান্তি
আত্মার শক্তি	শক্তিশালী — সত্যের জন্য মরতে	দুর্বল — কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নেই

	প্রস্তুত	

: যে সমাজ মনে করে সত্য নেই, সেখানে সত্যিকারের স্বাধীনতাও নেই।

১০.১ জন ডিউয়ি এবং শিক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্র

আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউয়ি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই বার্দিয়েভের সমস্যা স্বীকার করেছেন। John Dewey: "The conception of education as a social process and function has no definite meaning until we define the kind of society in mind...One of the fundamental problems of education in and for a Democratic society is set by the conflict of a nationalistic and wider social aim."

"শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং কাজ হিসেবে চিন্তা করলে এর কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই যতক্ষণ না আমরা সমাজের ধরণকে সংজ্ঞায়িত করি...গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার মৌলিক সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল শিক্ষা জাতীয়তাবাদী এবং বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্যের সংঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়।"

১০.২ ক্বওমি সনদ

তাই খিলাফাতের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা ব্যবস্থা হল প্রকৃত শিক্ষা; গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে, যেহেতু মাদ্রাসা গণতান্ত্রিক সমাজকে ধারণ করে না তাই প্রকৃতপক্ষে এই সিস্টেম কোন শিক্ষা দেয় না। একারনে ক্বওমি শিক্ষার্থীদের সমাজের ২য় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে। তারা শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত, বেকার; রাষ্ট্রের চোখে বোঝা।

আবার জাতীয়তাবাদী শিক্ষার কারণে ৫০ বছরের পুরাতন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঘৃণা-বিদ্বেষ, অভিযোগ-আপত্তি, নিন্দা-অপপ্রচার চলছে। অথচ মূল অপরাধীরা বেচেও নেই।

বার্দিয়েভ জিজ্ঞাসা করছেন: শিক্ষা কীসের জন্য?

- আমরা কী সম্মান শেখাচ্ছি?
- আমরা কী সত্য শেখাচ্ছি?
- নাকি শুধু কীভাবে সিস্টেমে খাপ খাইয়ে নিতে হয় তা শেখাচ্ছি?

গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায়শই নিরপেক্ষতা এবং তথ্য প্রদানের উপর জোর দেয়, কিন্তু গুণ এবং সত্যের শিক্ষা দেয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা এমন যুবক হয়ে বেরিয়ে আসে যারা অনেক কিছু জানে কিন্তু কিছু বিশ্বাস করে না।

---

১১. প্রযুক্তির আধিপত্য

মানুষকে দাসে পরিণত করতে গণতন্ত্র এবং প্রযুক্তি একসাথে কাজ করে । গণতন্ত্র আমাদের 'ভাবায়' আমরা স্বাধীন, অথচ প্রযুক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। বার্দিয়েভ বলেছিলেন গণতন্ত্র আধ্যাত্মিক ভিত্তি হারিয়েছে।

- গণতন্ত্র নাগরিকদের বলে: "আপনি স্বাধীন, আপনি যা চান করতে পারেন।"
- কিন্তু অ্যালগরিদম, বাজার এবং প্রযুক্তি আসলে তাদের চিন্তা এবং পছন্দ নির্ধারণ করে।

এটি একটি নতুন ধরনের দাসত্ব — স্বাধীনতার মুখোশ পরা দাসত্ব। পড়ুন https://www.dhakatribune.com/opinion...haped-the-vote
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp9364
https://www.researchgate.net/publication/386347360_The_Role_of_Social_Media_Algorithms_in_S haping_Public_Opinion_During_Political_Campaigns
https://www.multisubjectjournal.com/article/611/7-2-13-537.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-025-59131-4
https://www.fielding.edu/how-artificial-intelligence-shapes-how-we-think-act-and-connect/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/positively-media/202501/how-artificial-intelligence-shapes-how-we-think-act-and-connect

---

১২. *কার্ল জাস্পার্স এবং আধুনিকতার সংকট*

জার্মান দার্শনিক কার্ল জাস্পার্স বার্দিয়েভের ধারণাকে আরও সুনির্দিষ্ট করেন। তিনি বলেন আধুনিকতার সংকট তিনটি স্তরে ঘটে:

স্তর	**বার্দিয়েভের মতামত**	**জাস্পার্সের সম্প্রসারণ**
ধর্মীয় স্তর	সমাজ ধর্ম হারিয়েছে	মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না
জ্ঞানীয় স্তর	সত্য অস্বীকার করা হয়	আমরা কোনটা সত্য তা জানতে পারি না
রাজনৈতিক স্তর	গণতন্ত্র নিরপেক্ষ	গণতন্ত্র কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারে না

---

১৩. *বার্দিয়েভের মূল যুক্তি: গণতন্ত্র জনগণকে চেনে না*

বার্দিয়েভের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ যুক্তি হলো: গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সেই জনগণকে সে চেনে না।" এটি বুঝতে হলে ভাবুন:
প্রশ্ন হলো: 'জনগণ' মানে কী? কেবল আজকের ভোটাররা? নাকি হাজার বছরের জাতির, ইতিহাসের সব মানুষ — মৃত, জীবিত এবং ভবিষ্যতের মানুষরা?

গণতন্ত্র বলে: "আজকের ভোটাররাই জনগণ।" বার্দিয়েভ বলেন: "প্রকৃত জনগণ হলো হাজার বছরের সশ্রদ্ধ বার্ধক্য — মৃত পিতা-মাতার সাথে সংযোগ থাকা।"
একটি সহজ উদাহরণ: বাংলাদেশের মতামত কি? আজকের বাংলাদেশিদের ভোট? নাকি সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, শাহ জালাল, শাহ পরাণ, শাহ আমানত — সবকিছু মিলিয়ে একটি বাংলাদেশের সত্যিকারের মতামত?
গণতন্ত্র শুধু আজকের ডেমোগ্রাফিক সংখ্যা গণনা করে। সে সামাজিক স্মৃতি, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং হাজার বছরের সামষ্টিক অভিজ্ঞতাকে গণনার বাইরে রাখে। এই কারণেই গণতন্ত্র একটি জাতিকে

প্রকৃতপক্ষে চিনতে পারে না — শুধু একটি মুহূর্তের ভোটারদের সমষ্টিকে পরিচয় দিতে পারে।

১৪. সংসদ: গণতন্ত্রের অজৈব সন্তান

বার্দিয়েভ সংসদকে বলেন অজৈব সন্তান — রাজনৈতিক দলের বিভক্তির যন্ত্র।

- প্রতিটি দল নিজের স্বার্থ রক্ষা করে, জাতিয় স্বার্থ নয়।
- নির্বাচন জিততে প্রমিস করে, জিতার পরে ভুলে যাওয়া হয়।
- সরকার পাঁচ বছর থাকে, তারপর আবার পরিবর্তন — কোনো ধারাবাহিকতা নেই।
- সামাজিক নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি পাঁচ বছর পর পর বদলালে জাতির সামষ্টিক পরিচয় নষ্ট হয়ে যায়।

বার্দিয়েভের ভাষায়: “গণতন্ত্রে সবকিছু ভঙ্গুর। বাস্তব জীবন গণতন্ত্রের সীমানার বাইরে।”

১৫. গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় বিরোধাভাস: যত স্বাধীনতা, তত দাসত্ব

বার্দিয়েভের সবচেয়ে কঠিন দাবি: গণতন্ত্র স্বতন্ত্রতার নামে শুরু হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা দাসত্বে পরিণত হয়। কীভাবে? তিনটি ধাপে:

ধাপ	গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি	বার্দিয়েভের বাস্তবতা
১. স্বাধীনতা	প্রতিটি মানুষ মুক্ত	বাজার এবং মিডিয়া তাদের বিশ্বাস ও পছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে
২. সমতা	সব ধারণা সমান	সত্য এবং মিথ্যা সমান মর্যাদা পায়
৩. নিরপেক্ষতা	সব মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা	সত্যের প্রতি উদাসীনতা, যা নৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করে

ফলাফল: যত বেশি স্বাধীনতা, তত বেশি বাজারের দাসত্ব। প্রযুক্তি কোম্পানি এবং মিডিয়া হাউসগুলো মানুষের স্বতন্ত্রতার শূন্যস্থান দখল করে নিয়েছে। মানুষ ভোট দিচ্ছে, কিন্তু তাদের ইচ্ছা বাহির থেকে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে।

১৬. ইসলামি দর্শন: বার্দিয়েভের সমালোচনার শেষ সত্য

দ্বীন হিসেবে: ইসলামি দর্শনের মূল ধারণা

ইসলাম বলে, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্ত সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর। ইসলামি পরিভাষায় এটিকে বলা হয় হাকিমিয়্যাতুল্লাহ — আল্লাহর শাসন। মানুষ নিজে শাসক নয় — মানুষ হলো আল্লাহর খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি।

" সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার আল্লাহর" — সূরা ইউসুফ: আয়াত ৪০

এই একটি আয়াতেই বার্দিয়েভের সমস্ত সমালোচনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গণতন্ত্র বলে: "মানুষের ইচ্ছাই সর্বোচ্চ।" ইসলাম বলে: "হ্যা — কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর সীমার মধ্যে।" গণতন্ত্রের সমস্যা হলো যে সে ওই সীমা মানে না।

ইসলামি রাজনীতির সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে রাজনীতির লক্ষ্য জনগণের সন্তুষ্টি নয়, বরং জনগণের কল্যাণ:

- আমর বিল মারুফ (সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া)
- নাহয়ানি আনিল মুনকার (অন্যায় থেকে নিরোধ করা) — সমাজকে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার অনুগামী করে না।
- আদল (ন্যায়বিচার) — জনসংখ্যা নয়, ন্যায়হীনতা রোধ করাই রাজনীতির মূল তত্ত্ব।

বার্দিয়েভ ধর্মীয় ভিত্তির কথা বলেছিলেন — ইসলামি দর্শন সেই ভিত্তি কী হওয়া উচিত তা বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দেয়: আল্লাহর সন্তুষ্টি, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের সমন্বয়

নিকোলাই বেরদেয়ায়েভ

নিকোলাই বেরদেয়ায়েভ গণতন্ত্রের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি পেশ করেছেন যা নিচে দেয়া হল-

Democracy doesn't want to know, in the name of what, the will of people is declared, and will not subordinate the will of people to any higher

goal...Democracy does not care for the direction and content of the popular will and has in itself no criteria for determining the truth or falsity of the direction in which will of the people is declared, to determine the quality of the people's will. People's power is pointless. It is not directed to any object. Democracy remains indifferent to good and evil... because it lost faith in the truth, and has no power to choose the truth. Democracy is skeptical, it appears in the skeptical age, the age of disbelief, when people lost permanent criteria of truth... Democracy is the ultimate relativism, denial of everything absolute. Democracy has a secular character and it is opposite to any sacral society, because it is formal, with no content and skeptical. Truth is sacred and a truth-based society cannot be exclusively secular society. Secular democracy means departure from ontological foundation of society, departure of society from the Truth... This denies the spiritual foundations of human society which lie deeper than formal declarations of people will, and destroys all the hierarchical order of human society. Democracy is psychologism, opposite to any ontologism...Recognition of the authority of the majority, worship of the universal right to vote, is possible only when one does not believe in the truth and does not know the truth... Extreme optimism is indicated as a precondition for democracy. The skepticism of a democratic society is optimistic rather than pessimistic skepticism. Democracy does not despair over the loss of truth. It believes that the declaration of will of the majority, mechanical number of votes, must always lead to good results,... The basis of democracy is an optimistic assumption about the natural goodness and gentleness of human nature... Democracy pretends not to predict that the will of people can steer to the evil, that majority can stand for injustice and falsehood, while truth and justice can remain in a small minority... The will of man, the will of people lies in evil, and when this will, affirming itself, is not subjected to anything higher, is not enlightened, requires to arbitrarily determines the destiny of society, it easily gets directed into the path of persecution of truth, denial of all justice,...Autocratic people(majority) could rape conscience of people, can deprive any freedom by its own will... Democracy is essentially

individualistic, but it leads in its fatal dialectic to anti individualism, to leveling of human individuality. Democracy is freedom-loving, but that freedom-loving does not sprout from appreciation of human spirit and human individuality, that is freedom-loving of indifferent for the truth...In her quiet and normal existence, any fanaticism is extraneous to it and it finds thousands of peaceful and imperceptible ways to level people individuality, and to shut down freedom of spirit...Democracies do not unconditionally mean freedom of spirit, freedom of choice. Those kinds of freedoms can be found more in non-democratic societies. Democracy occurs when organic unity of the people starts to the disintegrate, when society is atomized, when traditional beliefs, which united the people in to one whole perish.. And goal of democracy is to gather the people will, which fell apart. But for democracy, human person is an abstract atom, equal to every other, and the task of re-uniting people is mechanical task... The organic will of the people cannot be arithmetically manifested, it cannot be shown by any number of votes. That will is manifested in all the historical life of the people, in all the harmony of its culture, and above all, it finds its expression in the religious life of the people. Except on organic religious soil, except in the unity of religious beliefs, - there is no, one, general, will of the people... Democracy is an arena of struggle, a conflict of interests and directions. Everything in it is friable and volatile. There is no unity, continuity and permanence. It is an eternal state of transition. Democracy creates a parliament, most inorganic creation, the organ of the dictatorship of political parties... The true life is ontologically located on the borders of democracy...Democracy recognizes the sovereignty and absolutism of the people, but the people she does not know, in a democracy there is no people...The people is a great historical whole, it includes all historical generations, not only living, but also dead, our fathers and grandfathers...Imagination and self-affirmation of the modern generation, exaltation over their dead fathers is the root lie of democracy. It's a break with the past, present and future, denial of eternity, adoration of the exterminating course of time.

"গণতন্ত্র জানতে চায় না, কিসের নামে, জনগণের ইচ্ছা ঘোষিত হয়, এবং জনগণের ইচ্ছাকে কোন উচ্চতর লক্ষ্যের অধীনস্থ করে না...

গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছা এবং বিষয়বস্তুর ধার ধারে না এবং জনগণের ইচ্ছার নৈতিকতা বা সত্যতা মূল্যায়নের বা নির্ণয়ের কোনও মানদণ্ড গণতন্ত্রের জানা নেই।

জনগণের ক্ষমতা অর্থহীন। এটি উদ্দেশ্য ও গন্তব্যহীন। গণতন্ত্র ভালো এবং মন্দের প্রতি উদাসীন থাকে... কারণ এটি সত্যের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং সত্য বেছে নেওয়ার কোনও ক্ষমতা রাখে না।

গণতন্ত্র সন্দেহবাদী, এর আবির্ভাব সন্দেহবাদী যুগে, অবিশ্বাসের যুগে, পৌত্তলিকতা যুগে, যখন মানুষ সত্যের স্থায়ী মানদণ্ড হারিয়ে ফেলেছিল... গণতন্ত্র হল চূড়ান্ত আপেক্ষিকতাবাদ, যা পরম সবকিছুকে অস্বীকার করে।

গণতন্ত্রের একটি ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রয়েছে এবং এটি যেকোনো ধর্মভীরু সমাজের বিপরীত। সত্য পবিত্র এবং একটি সত্য-ভিত্তিক সমাজ একচেটিয়াভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মানে হল সমাজের অস্তিত্বগত ভিত্তি থেকে বিচ্যুতি, সত্য থেকে সমাজের বিচ্যুতি... এটি মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে যা মানুষের ইচ্ছার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার চেয়েও গভীরে অবস্থিত এবং মানব সমাজের সমস্ত শ্রেণিবিন্যাসকে ধ্বংস করে।

গণতন্ত্র মনোবৈজ্ঞানিক (psychologism), যেকোনো অস্তিত্বতত্ত্বের (ontologism) বিপরীত... সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি, ভোটদানের সর্বজনীন অধিকারের উপাসনা, কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ সত্যে বিশ্বাস করে না এবং সত্য জানে না...

অত্যধিক আশাবাদ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সংশয়বাদ হতাশাবাদী সংশয়বাদের চেয়ে বেশি আশাবাদী। গণতন্ত্র সত্যকে হারানোর জন্য হতাশ হয় না।

গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার ঘোষণা, ভোটের যান্ত্রিক সংখ্যা, সর্বদা ভালো কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে,...

গণতন্ত্রের ভিত্তি হল মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক শুদ্ধতা ও ভদ্রতা সম্পর্কে একটি আশাবাদী ধারণা... গণতন্ত্র এমন ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনায় আনে না যে মানুষের ইচ্ছা মন্দের দিকে পরিচালিত হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অন্যায় ও মিথ্যার পক্ষে দাঁড়াতে পারে, সত্য ও ইনসাফ সংখ্যালঘু হতে পারে... মানুষের ইচ্ছা যখন উচ্চতর বিশুদ্ধ কিছুর অনুগামী হয় না, আলোকিত হয় না, খেয়ালখুশি মত সমাজের ভাগ্য নির্ধারণ করতে বাধ্য করে, তখন মানব ইচ্ছা সত্যের উপর নির্যাতন চালায়, ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করে,... স্বৈরাচারী মানুষ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মানুষের বিবেককে ধর্ষণ করতে পারে, নিজের ইচ্ছা মতো যেকোনো স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে...

গণতন্ত্র মূলত ব্যক্তিবাদী, কিন্তু এটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধী হয়ে যায়, মানব ব্যক্তিত্বকে অদৃশ্য করে ফেলে। গণতন্ত্র স্বাধীনতাপ্রেমী, কিন্তু সেই স্বাধীনতাপ্রেম মানুষের চেতনা এবং মানব ব্যক্তিত্বের সিফাত থেকে উদ্ভূত হয় না, অর্থাৎ সত্যের প্রতি উদাসীন থাকার স্বাধীনতাপ্রেম... তার শান্ত এবং স্বাভাবিক অবস্থায়, যেকোনো ধর্মান্ধতা এর দৃষ্টিতে বহিরাগত শক্তি এবং এটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে নাশ করার এবং আত্মার স্বাধীনতাকে নাশ করার হাজার হাজার শান্তিপূর্ণ এবং অদৃশ্য উপায় খুঁজে বের করে... গণতন্ত্র নিঃশর্তভাবে আত্মার স্বাধীনতা কিংবা পছন্দের স্বাধীনতা দেয় না। অগণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে এই ধরণের স্বাধীনতা বেশি পাওয়া যায়।

গণতন্ত্র তখনই অস্তিত্বে আসে যখন জনগণের প্রাকৃতিক জৈব ঐক্য ভেঙে যেতে শুরু করে, যখন সমাজ বিকৃত হয়ে যায়, যখন ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস, যা জনগণকে একত্রিত করেছিল, ধ্বংস হয়ে যায়.. এবং গণতন্ত্রের লক্ষ্য হল জনগণের ভেঙে পড়া ইচ্ছাকে একত্রিত করা। কিন্তু গণতন্ত্রের চোখে, মানব ব্যক্তিত্ব একটি বিমূর্ত পরমাণু, একে অপরের সমান, এবং মানুষকে পুনরায় একত্রিত করার কাজটি যান্ত্রিক কাজ...

জনগণের জৈবিক ইচ্ছা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় না, এটি কোনও সংখ্যক ভোটের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। সেই ইচ্ছা জনগণের সমস্ত ঐতিহাসিক জীবনে, তাদের সংস্কৃতির সমস্ত সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয় এবং সর্বোপরি, এটি জনগণের ধর্মীয় জীবনে তার প্রকাশ খুঁজে পায়। জৈব ধর্মীয় মাটি ছাড়া, ধর্মীয় বিশ্বাসের ঐক্য ছাড়া, - জনগণের কোনও একক সাধারণ ইচ্ছা নেই...

গণতন্ত্র একটি যুদ্ধক্ষেত্র, স্বার্থ এবং দিকনির্দেশের দ্বন্দ্ব। এর মধ্যে সবকিছুই ভঙ্গুর এবং অস্থির। এখানে কোন ঐক্য, ধারাবাহিকতা এবং স্থায়িত্ব নেই। এটি একটি চিরন্তন পরিবর্তনশীল অবস্থা।

গণতন্ত্র একটি সংসদ তৈরি করে, যা সবচেয়ে অজৈব বা কৃত্তিম সৃষ্টি, সংসদ রাজনৈতিক দলগুলির স্বৈরতন্ত্রের অঙ্গ... প্রকৃত জীবন সত্বাগতভাবে গণতন্ত্রের সীমান্তে অবস্থিত...

গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং নিরঙ্কুশতাকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু সেই জনগণকে সে চেনে না, গণতন্ত্রে কোন জনগণ থাকে না।... জনগণ হল একটি মহান ঐতিহাসিক সমগ্র, এতে সমস্ত প্রাচীন প্রজন্ম অন্তর্ভুক্ত, কেবল জীবিত নয়, মৃতরাও, আমাদের পিতা এবং পিতামহ...মৃত পিতাদের উপর আধুনিক প্রজন্মের কল্পনা এবং আত্ম-প্রত্যয়কে গুরুত্ব দেয়া গণতন্ত্রের ধোঁকা। এটি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, অনন্তকালকে অস্বীকার করে, সময়ের ধ্বংসকারী স্বভাবের আরাধনা করে।"

নিকোলাই মূলত বলেছেন যে,

- ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ যাচাই করার অন্তর্নিহিত মানদণ্ড গণতন্ত্রের নেই।
- সমাজে নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ এবং অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়লে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে।

ধর্মীয় সমাজের Ontology:

- আল্লাহ আছেন (সর্বোচ্চ বাস্তবতা)
- তাঁর বিধান আছে (শরিয়াহ)
- মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ও দায়বদ্ধ

Secular সমাজের Ontology:

- জনসমাজে ঈশ্বর irrelevant (অপ্রাসঙ্গিক)
- মানুষ স্বায়ত্তশাসিত (autonomous)
- নৈতিকতা মানব-রচিত

পরিণাম: যখন সমাজ Truth (আল্লাহ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সমাজ ভিত্তিহীন হয়ে যায়।

বিষয়	Psychologism (Democracy)	Ontologism (Islam)
তত্ত্ব	• মানুষের মানসিক অবস্থা/ইচ্ছাই বাস্তবতা নির্ধারণ করে • "আমি মনে করি" = সত্য	• বাস্তবতা বস্তুনিষ্ঠ (objective), আপেক্ষিক নয় • মানুষের ইচ্ছার বাইরে বস্তুনিষ্ঠ সত্য আছে

লিঙ্গ	যদি কেউ মনে করে সে নারী, তাহলে নারী	জৈবিক বাস্তবতা = সত্য
বিবাহ	যদি সমাজ চায়, same-sex marriage বৈধ	শুধু পুরুষ-নারীর মধ্যে
মৃত্যুদণ্ড	জনমত অনুযায়ী অবৈধ হতে পারে	নির্দিষ্ট অপরাধে শরিয়াহ সম্মত
সমস্যা	• Feelings/ইচ্ছা পরিবর্তনশীল • বাস্তবতা স্থির নয় • সমাজ ভিত্তিহীন	•

- গণতন্ত্র ধর্মতত্ত্ব বা সত্য-ভিত্তিক সমাজের বিরোধিতা করে কারণ গণতন্ত্রের চোখে কোনও চূড়ান্ত সত্য নেই।
- মানুষের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, গণতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থার গভীর আধ্যাত্মিক বা শ্রেণিবদ্ধ ভিত্তিগুলিকে ছিন্ন করে।
- এটি বস্তুনিষ্ঠ, অস্তিত্ববাদী বাস্তবতার চেয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় এবং ঐতিহ্যবাহী স্তরবিন্যাসকে ভেঙে দেয়।
- ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্লোগান ১৭৯৩ সালে দমন-নিপীড়নের জন্ম দিয়েছিল। যা প্রমাণ করে যে, গণতন্ত্র যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয় যা ধ্বংসও করতে পারে।
- বিপ্লব চলমান না থাকলে, স্বাভাবিক সময়ে গণতন্ত্র কোন সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য সহ্য করে না এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে।
- গণতন্ত্রের উদ্ভব হয় যখন ঐতিহ্যবাহী, ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের ক্ষয় হয় এবং সমাজ খণ্ডিত হয়ে যায়।

ঐতিহ্যবাহী সমাজ:

পরিবার → গোত্র → ধর্মীয় সম্প্রদায় → জাতি
(জৈব সম্পর্ক - Organic relationships)

গণতান্ত্রিক সমাজ:

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি (Atomized individuals)
↓
রাষ্ট্র (State)
(যান্ত্রিক সম্পর্ক - Mechanical relationship)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

১৯৭১-এর পূর্বে:	**২০২৪:**
• পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজ • গ্রাম সমাজ শক্তিশালী • মসজিদ-মাদ্রাসা সামাজিক কেন্দ্র • মসজিদের ইমামরা সম্মানিত ছিল	• পরিবার ভাঙন • গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন → একাকী জীবন • মসজিদ শুধু নামাজের স্থান • উলামাদেরকে "মৌলবাদী" ট্যাগ দেয়া

- জনগণের প্রকৃত "ইচ্ছা" হল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিকশিত হওয়া জৈব, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় ঐক্য; সেই মূল, পবিত্র ঐক্য ছাড়া, কোনও প্রকৃত সর্বজনীন ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকে না।
- জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলতে বর্তমান প্রজন্মকে বুঝায়, অথচ আজকের রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পিছনে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসা মানুষের প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু পূর্বপুরুষদের ইচ্ছার কোন মূল্য থাকে না।

উপসংহার

গণতন্ত্র একটি Secular Religion। কারণ,

1. **অপ্রমাণিত বিশ্বাস আছে (unproven axioms):** "জনগণ সার্বভৌম"
2. **পবিত্র গ্রন্থ আছে:** সংবিধান
3. **পবিত্র অনুষ্ঠান আছে:** নির্বাচন
4. **পুরোহিত শ্রেণী আছে:** রাজনীতিবিদ, বিচারক, বুদ্ধিজীবী
5. **ধর্মদ্রোহিতা (heresy) আছে:** যারা গণতন্ত্রকে প্রশ্ন করে তারা "স্বৈরতন্ত্রপন্থী"

এখন আপনি কোন ধর্মের অনুসারী হবেন? ইসলাম নাকি গণতন্ত্র? আপনি কি অগণিত ত্রুটি থাকা

সত্ত্বেও গণতন্ত্র মেনে নিতে প্রস্তুত? নির্বাচন পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত দুর্নীতি ও অপরাধ মূলত সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি কি আসন বিক্রি, চাদাবাজি ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ড জারি থাকুক, তা চান? আপনি কি ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? যদি ‘হ্যা’ হয়, তাহলে আপনার পক্ষে কি গণতন্ত্র মেনে নেয়া সম্ভব? আপনি কি নিজেকে মানুষ মনে করেন নাকি নিজেকে গণিতের সংখ্যা মনে করেন?

আপনি কি চান আগামীতে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আপনার বিপরীত আদর্শের দিকে চলে যাক, অথচ আপনিও এই রাষ্ট্রের অংশ ছিলেন? যদি আপনার মতামত মৃত্যুর কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে অবিনশ্বর রাষ্ট্রের সাথে নশ্বর মানব সত্ত্বার প্রাথমিক চুক্তি যৌক্তিক হয় কিভাবে? আর সেটা গণতন্ত্র-ই হল কিভাবে? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- আমরা আল্লাহর এবং তার কাছেই ফিরে যাব। আর গণতন্ত্রের চুক্তি হচ্ছে, আমরা রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হব।
সুতরাং, এমন তন্ত্রে ফিরে আসুন যার উৎস মানুষ থেকেও পবিত্র; যার সম্পর্ক অবিনশ্বর মানব আত্মার সাথে, ফলে আপনার জাগতিক ও আখিরাতে নিরাপত্তার কথাও সেই তন্ত্র বিবেচনায় রাখে; এবং যেখানে সিস্টেম নিজেই সমস্যা নয়।